দাদা ভগবান প্ররুপিত

মৃত্যু সময়ে, পূর্বে আর পশ্চাতে...

মূল গুজরাটী সংকলন : ডাঃ নীরুবেন অমীন

বাংলা অনুবাদ : মহাত্মাগণ

প্রকাশক : শ্রীঅজীত সি প্যাটেল,
দাদা ভগবান আরাধনা ট্রাস্ট
দাদা দর্শন, ৫, মমতাপার্ক সোসাইটি,
নবগুজরাট কলেজের পিছনে
উসমানপুরা, আহমেদাবাদ- ৩৮০০১৪
ফোন : (০৭৯) ৩৯৮৩০১০০
E-mail : info@dadabhagwan.org

কপিরাইট : All Right reserved -Deepakbhai Desai
Trimandir, Simandhar City, Ahmedabad- Kolol Highway,
Adalaj, Dist: Gandhinagar-382421 , Gujarat, India.
No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsever without written permission from the holder of this copyrights.

ভাবমূল্য : 'পরম বিনয়' আর
'আমি কিছু জানি না' এই জাগৃতি

দ্রব্যমূল্য : ২০ টাকা

প্রথম মুদ্রন : November, 2019.
মুদ্রন সংখ্যা : ১০০০

মুদ্রক : অম্বা অফ্সেট
বি-99, ইলেক্ট্রনিক্স্ জি.আই.ডি.সি.
কে-6 রোড, সেক্টর-২৫
গান্ধীনগর -382044
E-mail : info@ambaoffset.com
Website : www.ambaoffset.com

ফোন : (০৭৯) ৩৯৮৩০৩৮১/৪২

ত্রিমন্ত্র

নমো অরিহন্তাণম্
নমো সিদ্ধাণম্
নমো আয়রিয়াণম্
নমো উবজ্ঝায়াণম্
নমো লোয়ে সব্বসাহূণম্
এ্যাসো পঞ্চ নমুক্কারো ;
সব্ব পাবপ্পণাশণো
মঙ্গলাণম্ চ সব্বেসিম্ ;
পঢ়মম্ হবই মঙ্গলম্ ১.
ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ২.
ওঁ নমঃ শিবায় ৩.
জয় সচ্চিদানন্দ

আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির প্রত্যক্ষ লিংক

"আমি তো কিছু লোককে নিজের হাতে সিদ্ধি প্রদান করে যাব। তার পরে অনুগামীর প্রয়োজন আছে না নেই ? পরের লোকেদের রাস্তার প্রয়োজন আছে কি না ?"

-দাদাশ্রী

পরমপূজ্য দাদাশ্রী গ্রাম-শহরে দেশ-বিদেশে পরিভ্রমণ করে মুমুক্ষু জনেদের সৎসঙ্গ আর আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি করাতেন। দাদাশ্রী তাঁর জীবদ্দশাতেই পূজ্য ডাঃ নীরুবেহন অমীন (নীরুমা)-কে আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করানোর জ্ঞানসিদ্ধি প্রদান করেছিলেন। দাদাশ্রীর দেহত্যাগের পর নীরুমা একই ভাবে মুমুক্ষুজনেদের সৎসঙ্গ আর আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি নিমিত্তভাবে করাতেন। দাদাশ্রী পূজ্য দীপকভাই দেসাইকে সৎসঙ্গ করার সিদ্ধি প্রদান করেছিলেন। নীরুমা-র উপস্থিতিতেই তাঁর আশীর্বাদে পূজ্য দীপকভাই দেশ-বিদেশে অনেক জায়গায় গিয়ে মুমুক্ষুদের আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করাতেন যা নীরুমা-র দেহবিলয়ের পর আজও চলছে। এই আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির পর হাজার হাজার মুমুক্ষু সংসারে থেকে, সমস্ত দায়িত্ব পালন করেও আত্মরমণতার অনুভব করে থাকেন।

পুস্তকে মুদ্রিত বাণী মোক্ষলাভার্থীর পথপ্রদর্শক হিসাবে অত্যন্ত উপযোগী প্রমাণিত হবে, কিন্তু মোক্ষলাভ-এর জন্য আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া অপরিহার্য্য। অক্রম মার্গের দ্বারা আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির পথ আজও উন্মুক্ত আছে। যেমন প্রজ্বলিত প্রদীপই শুধু পারে অন্য প্রদীপকে প্রজ্বলিত করতে, তেমনই প্রত্যক্ষ আত্মজ্ঞানীর কাছে আত্মজ্ঞান লাভ করলে তবেই নিজের আত্মা জাগৃত হতে পারে।

নিবেদন

আত্মবিজ্ঞানী শ্রীঅম্বালাল মূলজীভাই প্যাটেল, যাঁকে লোকে 'দাদা ভগবান' নামেও জানে, তাঁর শ্রীমুখ থেকে অধ্যাত্ম তথা ব্যবহার জ্ঞান সমন্ধী যে বাণী নির্গত হয়েছিল, তা রেকর্ড করে সংকলন এবং সম্পাদন করে পুস্তকরূপে প্রকাশিত করা হয়েছে। এই পুস্তক মূল গুজরাটী পুস্তকের বাংলা অনুবাদ।

জ্ঞানীপুরুষ পরমপুজ্য দাদা ভগবানের শ্রীমুখ থেকে অধ্যাত্ম তথা ব্যবহার জ্ঞান সমন্ধী বিভিন্ন বিষয়ে নির্গত সরস্বতীর অদ্ভুত সংকলন এই পুস্তকে হয়েছে, যা পাঠকদের জন্য বরদান স্বরূপ সিদ্ধ হবে।

প্রস্তুত অনুবাদে বিশেষ রূপে এই খেয়াল রাখা হয়েছে যে পাঠক দাদাজীর বাণীই শুনছেন, এরকম অনুভব করেন। ওনার হিন্দী সম্পর্কে ওনার কথাতে বললে, "আমার হিন্দী মানে গুজরাটী, হিন্দী, আর ইংরেজির মিশ্রন, কিন্তু যখন 'টী' (চা) তৈরী হবে, তখন ভালই হবে।"

জ্ঞানীর বাণীকে বাংলা ভাষায় যথার্থ রূপে অনুবাদ করার প্রযত্ন করা হয়েছে কিন্তু দাদাশ্রীর আত্মজ্ঞান-এর যর্থাথ আধার, যেমনকার তেমন, আপনি গুজরাটী ভাষাতেই অবগত হতে পারেন। মূল গুজরাটী শব্দ যার বাংলা অনুবাদ উপলব্ধ নেই, তা ইটালিক্সে লেখা হয়েছে। জ্ঞান-এর গভীরে যেতে হলে, জ্ঞান-এর সঠিক মর্ম অনুধাবন করতে হলে, গুজরাটী ভাষা শিখে, মূল গুজরাটী গ্রন্থ অধ্যয়ন করেই সম্ভব। তারপর ও এই বিষয়ে আপনার কোন প্রশ্ন থাকলে প্রত্যক্ষ সৎসঙ্গে এসে সমাধান পেতে পারেন।

প্রস্তুত পুস্তকে অনেক জায়গায় কোষ্টকে দেওয়া শব্দ বা বাক্য পরম পূজ্য দাদাশ্রী দ্বারা বলা বাক্যকে অধিক স্পষ্টতাপূর্বক বোঝানোর জন্য লেখা হয়েছে। দাদাশ্রীর শ্রীমুখ থেকে নির্গত কিছু গুজরাটী আর ইংরেজি শব্দ যেমন তেমনই রাখা হয়েছে।

অনুবাদ সর্ম্পকিত অসম্পূর্ণতার জন্য আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থী।

সম্পাদকীয়

মৃত্যু মানুষকে কত বেশী ভয় ভীত করে, কত বেশী শোক উৎপন্ন করায় আর নিপট দুঃখেই ডুবিয়ে রাখে। আর প্রত্যেক মনুষ্যকে জীবনে কারোর না কারোর মৃত্যুর সাক্ষী হতে হয়। সেই সময় মৃত্যুর সম্বন্ধে হাজার বিচার আসে কি মৃত্যুর স্বরূপের বাস্তবিকতা কি ? কিন্তু এর রহস্য স্পষ্ট না হওয়ায় যেখানে আছে সেখানেই আটকে থাকে। এই মৃত্যুর রহস্য জানার জন্য সবাই উৎসুক। আর এর সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনতে আর পড়তে পাওয়া যায়, লোকের থেকেও জানা যায়। কিন্ত এসব শুধু বুদ্ধির অনুমান।

মৃত্যু কি ? মৃত্যুর পূর্বে কি হয় ? মৃত্যুর সময়ে কি হয় ? মৃত্যুর পশ্চাতে কি হয় ? মৃত্যুর অনুভব কে বলতে পারে ? যার মৃত্যু হয়েছে, সে নিজের অনুভব বলতে পারে না। যে জন্ম নেয়, সে তার আগের স্থিতি ভুলে যায়। এই ভাবে জন্মের আগের আর মৃত্যুর পরের অবস্থা কেউ জানে না। সেই জন্য মৃত্যুর পূর্বে, মৃত্যুর সময় আর মৃত্যুর পশ্চাতে কি দশা পার করতে হয়, সেই রহস্য রহস্যই হয়ে আছে। দাদাশ্রী নিজের জ্ঞান দ্বারা দেখে এই সব রহস্য, যেমন আছে তেমন, যথার্থ রূপে অবগত করিয়েছেন, যা এখানে সংকলিত করা হয়েছে।

মৃত্যুর রহস্য বুঝতে পারলেই মৃত্যুর ভয় চলে যায় !

প্রিয় স্বজনের মৃত্যুর সময় আমাদেরকে কি করা উচিত ? আমাদের সঠিক কর্তব্য কি ? তাদের গতি কিভাবে শুধরাতে হয় ? প্রিয় স্বজনের মৃত্যুর পর আমাদের কি করা উচিত ? আমরা কি বিবেচনাতে সমত্বতে থাকব ?

আর যা লোকমান্যতাতে আছে, যেমন কি শ্রাদ্ধকর্ম, গীতাপাঠ, ব্রহ্মভোজ, দান, গরুড় পুরাণ আদি, এদের সত্যতা কতটুকু ? মৃতের কাছে কি কি পৌঁছায় ? এই সব করতে হয় কি না ? মৃত্যুর পরের গতির স্থিতি, আদি সব কিছু এখানে স্পষ্ট হয়ে যাবে।

এমন ভয় ভীত করা মৃত্যুর রহস্য যখন খুলে যায়, তখন মানুষের সেই প্রসঙ্গে তাহার জীবন কালের সময়ের ব্যবহারের জন্য এই অবসরে নিশ্চয়ই কিছু সান্তনা পাবে।

'জ্ঞানী পুরুষ' এমন, যে দেহ থেকে, দেহের সব রকম অবস্থা থেকে, জন্ম থেকে, মৃত্যু থেকে আলাদাই থাকেন। এসবের নিরন্তর জ্ঞাতা দ্রষ্টা থাকেন, আর সে অজন্ম-অমর আত্মার অনুভব দশাতে বিচরণ করেন !! জীবনের পূর্বের, জীবনের পশ্চাতের আর দেহের অন্তিম অবস্থাতে অজন্ম-অমর, এমন আত্মার স্থিতির বাস্তবিকতা কি, তা জ্ঞানী পুরুষ জ্ঞান দৃষ্টি দ্বারা দেখে খোলা-খুলি বলে দেন।

আত্মা তো সদৈব জন্ম-মৃত্যুর ঊর্ধ্বে, সে তো কেবলজ্ঞান স্বরূপ। কেবল জ্ঞাতা-দ্রষ্টা। জন্ম-মৃত্যু আত্মার হয়ই না ! তবুও বুদ্ধি দ্বারা, জন্ম-মৃত্যুর পরম্পরা সৃজন করা হয়েছে, যেমন মানুষের অনুভবে আসে। তখন স্বাভাবিক রূপে মূল প্রশ্ন সামনে আসে কি জন্ম-মৃত্যু কি ভাবে হয় ? সেই সময় আত্মা আর তার সাথে সাথে কি কি জিনিস থাকে ? সেই সবের কি হয় ? পূর্ব জন্ম কার হয় ? কি ভাবে হয় ? আবাগমন কার হয় ? কার্য থেকে কারণ আর কারণ থেকে কার্যের পরম্পরার সৃজন কিভাবে হয় ? সেসব কিভাবে বন্ধ হতে পারে ? আয়ুষ্যের বন্ধন কি ভাবে পড়ে ? আয়ুস্কাল কি ভাবে নিশ্চিত হয় ? এমন সনাতন প্রশ্নের সঠিক - সমাধানকারী, বৈজ্ঞানিক বিবেচনা জ্ঞানী পুরুষ ছাড়া আর কে দিতে পারেন ?

আর তার ও আগে গতিতে প্রবেশ করার নিয়ম কি ? আত্মহত্যার কারণ আর পরিণাম কি ? প্রেতযোনি কি ? ভূতযোনি কি ? ক্ষেত্র পরিবর্তন-এর নিয়ম কি ? ভিন্ন-ভিন্ন গতির আধার কি ? গতি থেকে মুক্তি কি ভাবে পাওয়া যায় ? মোক্ষ গতি প্রাপ্ত আত্মা কোথায় যায় ? সিদ্ধগতি কি ? এই সব কথা এখানে স্পষ্ট হয়ে যাবে।

আত্ম-স্বরূপ আর অহংকার-স্বরূপ এর সূক্ষ্ম বোধ জ্ঞানী ব্যতীত আর কেউ বোঝাতে পারেন না !

মৃত্যুর পর আবার মরতে না হয়, আবার জন্ম নিতে না হয়, সেই দশা প্রাপ্ত করা সম্বন্ধে স্পষ্টতা, এখানে সুক্ষ্ম রূপে সঙ্কলিত করা হয়েছে, যা পাঠকদের সংসার ব্যবহার আর আধ্যাত্মিক প্রগতির জন্য হিতকারী হবেই।

-ডা. নীরুবেন অমীন

দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা প্রকাশিত বাংলা পুস্তকসমূহ

১. আত্ম-সাক্ষাৎকার
২. এডজাস্ট এভরিহোয়্যার
৩. সংঘাত পরিহার
৪. চিন্তা
৫. ক্রোধ
৬. আমি কে ?
৭. মৃত্যু
৮. ভাবনা শুধরায় জন্ম-জন্মান্তর
৯. সেবা-পরোপকার
১০. ভুগছে যে তার ভুল
১১. মানব ধর্ম
১২. যা হয়েছে তাই ন্যায়
১৩. দাদা ভাগবান কে ?
১৪. দান

দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা প্রকাশিত ইংরেজি পুস্তকসমূহ

1. Self Realization
২. Tri Mantra
3. Noble Use of Money
4. Pratikraman (Full Version)
5. Truth and Untruth
6. Generation Gap
7. Science of Money
8. Non-Violence
9. Avoid Clashes
10. Warries
11. Pure Love
12. Who am I
13. Right Understanding
14. Anger
15. Adjust Everywhere
16. Aptavani -1,2,4,5,6,8 and 9
17. Harmony in Marriage
18. The Practice of Huminity
19. Life Without Conflict
20. Death : Before, During and After
21. Spirituality in Speech
22. The Flowless Vision
23. Shri Simandhar Swami
24. The Science of Karma
25. Brahmacharya : Celibacy
26. Fault is of the Sufferer
27. Whatever has Happened is Justice
28. Guru and Disciple
29. Gyani Purush -A. M. Patel
30. The essence of religion
31. Pratikraman-Freedom Through Apology and Repentance

* দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা গুজরাটী ও হিন্দী ভাষাতেও অনেক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। এই পুস্তক ওয়েবসাইট www.dadabhagwan.org- তেও উপলব্ধ।

* দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা "দাদাবানী" পত্রিকা হিন্দী,গুজরাটী ও ইংরেজী ভাষায় প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।

প্রাপ্তিস্থান : ত্রি-মন্দির সংকুল, সীমন্ধর সিটী, আহমেদাবাদ-কলোল হাইওয়ে,
পোস্ট : অডালজ, জিলা :গান্ধীনগর, গুজরাট-৩৮২৪২১
ফোন : (০৭৯) ৩৯৮৩০১০০
E-mail :`info@dadabhagwan.org

দাদা ভগবান কথিত

মৃত্যু সময়ে, পূর্বে আর পশ্চাতে...

মুক্তি, জন্ম-মরণ থেকে

প্রশ্নকর্তা : জন্ম-মরণের ঝঞ্ঝাট থেকে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায় ?

দাদাশ্রী : খুব ভাল প্রশ্ন করেছ। তোমার নাম কি ?

প্রশ্নকর্তা : চন্দুভাই।

দাদাশ্রী : সত্যি করে চন্দুভাই ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ।

দাদাশ্রী : চন্দুভাই তো তোমার নাম, না ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ।

দাদাশ্রী : তাহলে তুমি কে ? তোমার নাম তো চন্দুভাই, এটা তো সবাই জানে, কিন্তু তুমি কে ?

প্রশ্নকর্তা : সেইজন্যই তো এসেছি।

দাদাশ্রী : সেটা জানতে পারলে তো, জন্ম-মরণ এর ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তি হয়ে যাবে।

এখন তো মূল এই চন্দুভাই-এর নামেই সব চলে আসছে না ? সব চন্দুভাই-এর নামে ? আরে, এটা প্রতারণা হয়ে যাবে যে ! নিজের উপরে কিছু রাখবে তো ?

অর্থী মতলব প্রকৃতির ক্রোক ! কেমন ক্রোক ? তখন বলে, নামে যা বেঙ্কবেলেন্স ছিল, তা ক্রোক হয়ে গেছে, বাচ্চা ক্রোক হয়ে

গেছে, বাড়ি ক্রোক হয়ে গেছে। আবার এই কাপড় যা নামে ছিল, সেটাও ক্রোক হয়ে গেছে! সব কিছু ক্রোক হয়ে গেছে। তখন বলে 'মহাশয়, এখন আমি ওখানে কি নিয়ে যাব?' তখন বলে 'লোকের সাথে যেসব গাঁঠ বেঁধেছিলে, সেইসব নিয়ে যাবে!' এসব নামে যা আছে সব ক্রোকে যাবে। সেইজন্য আমরা নিজের জন্য কিছু করতে হবে তো? করতে হবে না?

পাঠাও, সামনের জন্মের গাঁঠরী!

যে আমাদের আত্মীয় নয়, এমন অন্য লোককে কিছু সুখ দিলে, আর অন্য কিছু ওদেরকে দিলে 'তা' ওখানে পৌঁছাবে। আত্মীয় নন, কিন্তু অন্য লোকের জন্য। আবার এখানে কোন লোককে ঔষধ দান করলে সেই ঔষধদান, দ্বিতীয় আহার দান করেছ, তারপর জ্ঞান দান করেছ আর অভয় দান এই সব দিলে, এই সব ওখানে যাবে। এর মধ্যে কিছু দাও না এমনিই? সব খেয়ে ফেল?

যদি নিয়ে যেতে পারা যায় তাহলে এখানে তো এমন ও আছে যে তিন লাখ ঋণ করে যায়! ধন্য না!! জগত এমনই, সেইজন্য নিয়ে যেতে পারে না, এটাই ঠিক।

মায়ার কেরামতি!

জন্ম মায়া করায়, বিবাহ মায়া করায় আর মৃত্যু ও মায়া করায়। পছন্দ হয় কি পছন্দ না হয়, কিন্তু রেহাই নেই। তবু এইটুকু শর্ত আছে যে এটা মায়ার সাম্রাজ্য নয়। মালিক তুমি। অর্থাৎ তোমার ইচ্ছা অনুসারে সব হয়েছে। পূর্ব জন্মে তোমার যে ইচ্ছা ছিল, তার হিসাব প্রকাশিত হয়েছে আর সেই অনুসারে মায়া চালাচ্ছে। তারপর এখন কান্না-কাটি করলে তা চলবে না। আমরাই মায়াকে বলেছিলাম যে এই আমার হিসাবের খাতা।

জীবন এক জেল !

প্রশ্নকর্তা : আপনার হিসাবে জীবন কি ?

দাদাশ্রী : আমার হিসাবে জীবন, এটা একটা জেল, জেল ! এখানে চার ধরনের জেল আছে।

প্রথমে নজরবন্দী। দেবলোকেররা নজরবন্দী জেলে আছে। এই মনুষ্য সাধারণ জেলে আছে। জানোয়ার কঠিন মজুরী জেলে আছে আর নরকের জীব আজীবন কারাবাসে আছে।

জন্ম সময় থেকে চলে করাত !

এই শরীর-ও সব সময় মরতে থাকে, কিন্তু লোকের কি, কোন খবর রাখে ? কিন্তু আমাদের লোকেরা তো, কাঠের মত দুই টুকরো হয়ে যায় আর নিচে পড়ে যায়, তখন বলে, 'কেটে গেলাম' আরে, এ তো কেটেই যাচ্ছিলে, এই করাত তো চলছিলই।

মৃত্যুর ভয় !

এটা নিরন্তর ভয়ের জগত। এক ক্ষণের জন্যও নির্ভয়তার এই জগত নয় আর যতটুকু নির্ভয়তা লাগে, ততটুকু তার মূর্ছাতে আছে জীব। খোলা চোখে নিদ্রায় আছে, সেইজন্য এইসব চলছে।

প্রশ্নকর্তা : এরকম বলা হয় যে আত্মা মরে না, সে তো জীবিতই থাকে।

দাদাশ্রী : আত্মা মরেই না, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আত্মস্বরূপ না হয়েছ, ততক্ষণ পর্যন্ত ভয় লাগতেই থাকে না ? মরণের ভয় লাগে না ? এ তো আমাদের শরীরে কোন ব্যথা হলে, তখন 'ছেড়ে যাব, মরে যাব' এমন ভয় লাগে। দেহের দৃষ্টি না হয়, তো নিজে মরে যায় না। এ তো 'আমি-ই এই, এ-ই আমি' এমন তোমার শত-প্রতিশত থাকে। তোমার 'এই চন্দুলাল, সে আমিই', এমন শত-প্রতিশত বিশ্বাস আছে না ?

যমরাজ না নিয়মরাজ ?

এই হিন্দুস্থানের সমস্ত ভ্রম আমাকে মুছে দিতে হবে। পুরো দেশ বেচারা ভ্রমে শেষ হয়ে গেছে। এখানে যমরাজ নামের কোন জন্তু নেই, এটা আমি গেরান্টীর সাথে বলি। তখন কেউ জিজ্ঞাসা করে, তাহলে কি আছে ? কিছু তো হবে কি না ?' তখন আমি বলি, 'নিয়মরাজ আছে'। এসব আমি দেখে বলছি। আমি কিছু পড়ে বলছি না। এসব আমি দর্শন দ্বারা দেখে, এই চোখ দিয়ে নয়, আমার যে দর্শন আছে, সেটা দিয়ে দেখে এই সব বলছি।

মৃত্যুর পরে কি?

প্রশ্নকর্তা : মৃত্যুর পর কি গতি আসে ?

দাদাশ্রী : সারা জীবন যেমন কাজ করেছে তা, সারা জীবন এখানে যে ব্যবসা চালিয়েছে-করেছে, মরার সময় তার হিসাব বের হয়। মরার সময় এক ঘন্টা আগে হিসাব সামনে আসে। এখানে যেসব বিনা হকের কেড়ে নিয়েছে, পয়সা কেড়ে নিয়েছে, স্ত্রী ও কেড়ে নিয়েছে, বুদ্ধি দিয়ে বিনা হকের সব কিছু নিয়েছে, যেরকম ভাবেই হোক নিয়েছে। সেই সবের জন্য জানোয়ার গতি আসবে আর যদি সারা জীবন সজ্জনতা রাখে তো মনুষ্য গতি আসবে। চার প্রকারের গতি, মৃত্যুর পরে আসে। যে নিজের জন্য সারা গ্রামের ফসল জ্বালিয়ে দেয়, এরকম হয় কি না এখানে ? তার পরে নরক গতি আসবে। অপকারের বদলে উপকার করে এরকম সুপার হিউমেন হয়, সে পরে দেবগতিতে যাবে।

যোগ উপযোগ পরোপকারায় !

মন-বচন-কায়া আর আত্মার উপযোগ লোকের জন্য কর। তোর নিজের জন্য করিস তো রায়ণানো (এক ধরনের গাছ) অবতার আসবে। তারপর পাঁচশত বছর পর্যন্ত ভুগতে থাকবে। তোর ফল লোকে খাবে, কাঠ জ্বালাবে। আর লোকে তোকে কয়েদীর মত কাজে

লাগাবে। সেইজন্য ভগবান বলেছেন যে তোর মন-বচন-কায়া আর আত্মার উপযোগ অন্যের জন্য কর, তার পর তোর কোন দুঃখ আসলে আমাকে বলবি।

আর কোথায় যায় ?

প্রশ্নকর্তা : দেহ ছাড়ার পর ফিরে আসতে হয় কি ?

দাদাশ্রী : অন্য কোথাও যেতেই হয় না, এখানকার এখানেই, আমাদের আশে-পাশে যে বলদ-গোরু বাধা আছে, কুকুর যেসব কাছে থাকে, আমাদের হাতে খাওয়া-দাওয়া করে, আমাদের দিকেই তাকিয়ে থাকে, আমাদেরকে চেনে, এই সকল আমাদের মামা, কাকা, পিসা, সব সেই তাহারাই, যেমন তেমনই। সেইজন্য ওদেরকে মারবে না। খাবার খাওয়াবে। তোমারই সব কাছের। তোমাকে চাটতে থাকে, বলদ ও চাটে।

রিটার্ন টিকিট !

প্রশ্নকর্তা : গোরু-মোষ এর অবতার মাঝে কেন প্রাপ্ত হয় ?

দাদাশ্রী : এই সব অনন্ত অবতার, এই সবাই এসেছে গোরু-মোষের থেকে। আর এখান থেকে সবাইকে যেতে হবে তো। পনেরো প্রতিশত ছাড়া বাকি সবাই ওখানকার রিটার্ন টিকিট নিয়ে এসেছে। কে কে ওখানকার টিকিট নিয়ে এসেছে, যে ভেজাল করছে, যে অনাধিকারের কেড়ে নিচ্ছে, অনাধিকারের ভোগ করছে, অনাধিকারে এসেছে সেইজন্য জানোয়ার অবতারে যাবে।

পূর্ব জন্মের বিস্মৃতি !

প্রশ্নকর্তা : আমাদের পুর্ব জন্মের স্মৃতি কেন থাকে না ? আর মনে থাকে তো কি হবে ?

দাদাশ্রী : এটা কার মনে থাকে যাকে মরার সময় একটুও দুঃখ পেতে হয়নি। আর এখানে আচার-বিচার ভাল হয় তাহলে তার মনে

আসবে। কারণ মায়ের গর্ভে অপার দুঃখ হয়। কিন্তু এই দুঃখ প্লাস আগের দুঃখ-মরার সময়; এই দুই মিলে বিস্মৃতি হয়ে যায়, সেইজন্য মনে থাকে না।

অন্তিম পলে গাঁটরী গুছাও...

এক আশি বছরের কাকা ছিল, ওনাকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়েছিল। আমি জানতাম যে দুই-চার দিনের মধ্যে চলে যাবে, তবুও আমাকে বলে, 'ঐ চন্দুলাল তো আমাকে দেখতেও আসে না! আমি বললাম 'চন্দুলাল তো এসেছিল।' তখন বলে 'সেই নগীনদাসের কি?' বিছানায় পড়ে-পড়ে *নোঁধ* (হিসাব) করে কি কে কে দেখতে এসেছে। আরে! নিজের শরীরের দিকে খেয়াল রাখ না! দুই-চার দিনের মধ্যে তো যেতে হবে। আগে তুই তোর গাঁটরী সামলা। তোর এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার গাঁটরী তো জমা কর। এই নগীনদাস না আসলে কি করার আছে?

জ্বর আসে আর শেষ!

বুড়ো কাকার অসুখ হয় আর তুমি ডাক্তার ডেকে আনলে, সব রকমের চিকিৎসা করালে, তবুও মরে যায়। তারপর শোক প্রকাশ করা লোকেরা আছে না, পরে আশ্বাসন দিতে আসে। জিজ্ঞাসা করে, 'কাকার কি হয়েছিল?' তখন তুমি বললে যে, 'আসলে মেলেরিয়ার মতো মনে হয়েছিল; কিন্তু পরে আবার ডাক্তার বলে যে এটা সর্দিজ্বর! ওরা জিজ্ঞাসা করবে যে কোন ডাক্তার কে ডেকেছিলেন? তুমি বললে 'অমুককে'। তখন বলবে 'আপনার আক্কেল নেই। ঐ ডাক্তারকে ডাকা দরকার ছিল।' তারপর অন্যজন এসেও তোমাকে বকবে, 'এমন করা উচিত ছিল! এমন বেআক্কেলের মতো কথা বলছ?' অর্থাৎ সারা দিন লোকেরা বকতেই থাকে! এই লোকেরা তো উল্টো চড়ে বসে; তোমার সরলতার ফায়দা ওঠায়। সেইজন্য আমি তোমাকে বোঝাচ্ছি কি লোকেরা যখন পরের দিন জিজ্ঞাসা করবে তো তোমাকে কি বলতে হবে যে ভাই, কাকার একটু জ্বর হয়েছিল আর মরে যায়; আর কিছু

হয়নি। যতটুকু জিজ্ঞাসা করে ততটুকুই উত্তর দেবে। আমদের বুঝে নিতে হবে যে বিস্তারে বলবে তো ঝামেলা হবে। তার বদলে, রাত্রে জ্বর হলো আর সকালে শেষ হয়ে গেল, বললে আর কোন ঝামেলা নেই না!

স্বজনের অন্তিম সময়ে দেখাশোনা!

প্রশ্নকর্তা : কোন স্বজনের অন্তকাল কাছে আসে তো তার প্রতি আসে-পাশের আত্মীয়-স্বজনের ব্যবহার কেমন হওয়া উচিত ?

দাদাশ্রী : যার অন্তকাল কাছে এসে গেছে, তাকে তো খুব ভালভাবে সামলানো উচিত। তার প্রত্যেক শব্দ সামলানো উচিত। তাকে উত্ত্যক্ত করতে হয় না। সবাই তাকে খুশী রাখা উচিত আর সে যদি উল্টো বলে তবুও তোমার 'এক্সেপ্ট' (স্বীকার) করে নেওয়া উচিত যে 'আপনি ঠিক!' সে যদি বলে, 'দুধ আনো' তখন তাড়াতাড়ি এনে দেবে। তখন সে যদি বলে 'এটা তো জল মেশানো দুধ, অন্য আনো!' তখন তাড়াতাড়ি অন্য দুধ গরম করে নিয়ে আসবে। আর বলবে যে, 'এটা শুদ্ধ ভাল।' কিন্তু ওর অনুকূল হয় তেমন করা উচিত, এমন সব কিছু বলা উচিত।

প্রশ্নকর্তা : অর্থাৎ ওতে ভালো-মন্দের ঝঞ্ঝাট করতে হয় না ?

দাদাশ্রী : এই ভালো-মন্দ তো জগতে হয়ই না। ওনার পছন্দ হলেই হল, সেই মতে সব কিছু করতে থাকো। ওনার অনুকূল হয় সেভাবে ব্যবহার করবে। ছোট বাচ্চাদের সাথে আমরা কেমন ব্যবহার করি। বাচ্চা কাঁচের গ্লাস ভেঙ্গে ফেললে আমরা ওকে বকাবকি করি কি ? দুই বছরের বাচ্চা, ওকে কিছু বলি কি কেন ভাঙ্গলে অথবা এমন-তেমন ? বাচ্চাদের সাথে ব্যবহার করি, সেইভাবে তার সাথে ব্যবহার করতে হবে।

অন্তিম পলে ধর্মধ্যান!

প্রশ্নকর্তা : অন্তিম ঘন্টাতে অমুক লামাদেরকে কিছু ক্রিয়া

করানো হয়। যখন মৃত্যু শয্যায় মানুষ থাকে, তখন তিব্বতী লামাদের মধ্যে এমন বলা হয় যে ওরা তার আত্মাকে বলে কি তুই এভাবে যা। অথবা আমাদের যেমন গীতা-পাঠ করায়, অথবা আমাদের যেমন কিছু ভাল শব্দ তাকে শোনায়। এতে ওর উপরে অন্তিম ঘন্টায় কোন প্রভাব হয় কি ?

দাদাশ্রী : কিছু হয় না। বারো মাসের বহি-খাতা তুমি লেখ, তখন ধনতেরস থেকে খুব মুস্কিলে লাভ কর আর লোকসান বাদ দিয়ে দাও তাহলে চলবে ?

প্রশ্নকর্তা : চলবে না।

দাদাশ্রী : কেন এমন ?

প্রশ্নকর্তা : এটা তো সারা বছরের হিসাব আসে কি না !

দাদাশ্রী : সেইভাবে এটা সারা জীবনের হিসাব আসে। এ তো, লোকেরা ঠকায়। লোকদের মূর্খ বানায়।

প্রশ্নকর্তা : দাদাজী, মানুষের অন্তিম অবস্থা হয়, জাগ্রত অবস্থা হয়, আর সেই সময় কেউ ওকে গীতা পাঠ করে শোনায় অথবা কোন অন্য শাস্ত্রের কথা শোনায়, ওর কানে কিছু বলে ...

দাদাশ্রী : সে নিজে বলে তো, তার ইচ্ছা হয় তো শোনাতে পার।

মার্সি কিলিং

প্রশ্নকর্তা : যে বেশী পীড়া সহ্য করছে তাকে সহ্য করতে দাও, আর যদি ওকে মেরে ফেলা হয় তাহলে ওর পরের জন্মের জন্য পীড়া সহ্য করা বাকি থেকে যাবে, এই কথা ঠিক মনে হয় না। সে বেশী পীড়া সহ্য করছে তো তার অন্ত আনা উচিত, এতে কি অন্যায় ?

দাদাশ্রী : এমন কারো অধিকারই নেই। আমাদের চিকিৎসা করানোর অধিকার আছে, সেবা করার অধিকার আছে, কিন্তু কাওকে

মারার অধিকার নেই।

প্রশ্নকর্তা : তাহলে ওতে আমাদের কি ভালো হয়েছে ?

দাদাশ্রী : তাহলে মারলে কি ভালো হবে ? তুমি যদি সেই পীড়াগ্রস্তকে মেরে ফেলো তো তোমার মনুষ্যত্ব চলে যাবে আর এটা মানবতার সিদ্ধান্তের বাইরে, মানবতার বিরূদ্ধে।

সঙ্গ শ্মশান পর্যন্ত-ই !

এই যে বালিশ হয় না, তার ওয়ার বদলাতে থাকে কিন্তু বালিশ তো যে কে- সে-ই। ওয়ার ছিঁড়ে যায় আর বদলাতে থাকে, সেভাবেই এই ওয়ার ও বদলাতে থাকে।

বাকি এই জগৎ সমস্ত পোলমপোল। তবুও ব্যবহারে না বললে সামনের জনের দুঃখ হবে। কিন্তু শ্মশানে সঙ্গে গিয়ে ওখানে চিতাতে কেউ পড়ে না। ঘরের সবই ফিরে আসে। সবাই চালাক-বুদ্ধিমান। তার মা হলেও, কাঁদতে-কাঁদতে ফিরে আসে।

প্রশ্নকর্তা : পরে তার নামে বুক চাপড়ায় যে কিছু রেখে যায় নি, আর দুই লাখ টাকা রেখে গেলে কিছু বলে না।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, এমন। এ তো কিছু রেখে যায়নি তার কান্না। 'মরে গেছে আর মেরেও গেছে' এমন ও ভিতরে -ভিতরে বলে ! 'কিছু রেখে যায় নি আর আমাদেরকে মেরে গেছে !' এখন সে রেখে যায় নি, এতে সেই স্ত্রীর ভাগ্য কাঁচা সেইজন্য রেখে যায় নি। আর যে মরছে তার বকা খাওয়া লেখা আছে সেইজন্য খাচ্ছে ! এতো-এতো শোনায় !

আমাদের লোকেরা যারা শ্মশানে যায় হয়তো, তারা ফিরে আসে না তো, না কি সবাই ফিরে আসে ? অর্থাৎ সেটা এক ধরনের দুর্দশা ! কাঁদে তাতেও দুঃখ আর না কাঁদে তাতেও দুঃখ। বেশী কাঁদে, তাতে লোকে বলে, 'কারো যেন কেউ মরে না, যে এতো কান্না-কাটি করছ।' কেমন, মূর্খ না কি ? আর যদি না কাঁদে তো , তখন বলবে 'তুমি তো পাথরের মতো, তোমার হৃদয় তো পাথরের মতো !' অর্থাৎ

কোন দিকে যাবে সেটাই সমস্যা ! সব কিছু রীতি মতো হতে হবে, এমন বলবে।

ওখানে শ্মশানে দাহকর্ম করবে আর সাথে পাশের হোটেলে বসে বসে চা-জলখাবার ও খাবে, এমন জলখাবার খায় তো লোকে ?

প্রশ্নকর্তা : জলখাবার তো নিয়েই যায় কি না !

দাদাশ্রী : এমনিই ! কি কথা বলছ ? এরকমই তো এই সারা জগত ! এইরকম জগতে কিভাবে খাপ খাওয়াবে ?

'আসা-যাওয়া'-র সম্বন্ধ রাখে, কিন্তু নিজের কাঁধে নেবে না। তুমি এখন নিজের কাঁধে নাও কি ? কাঁধে নাও কি ? স্ত্রীর অথবা অন্য কারো না ?

প্রশ্নকর্তা : না।

দাদাশ্রী : কি বলছ ? আর ও তো স্ত্রীকে পাশে বসিয়ে রাখে। বলে যে তোমাকে ছাড়া আমার ভালো লাগে না। কিন্তু শ্মশানে কেউ সাথে আসে না। কেউ আসে কি ?

মৃত্যুতিথির সময় !

প্রশ্নকর্তা : পরিবারের কারোর মৃত্যুতিথি আসে, তো সেদিন পরিবারজনের কি করা উচিত ?

দাদাশ্রী : ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা উচিত যেন তার ভালো হয়।

পুনরায় ঠিকানা মেলে না !

প্রশ্নকর্তা : কোন ব্যক্তির অবসান হয়ে যায়, তখন যদি আমরা জানতে চাই যে সেই ব্যক্তি এখন কোথায়, তো সেটা কি করে জানা যাবে ?

দাদাশ্রী : সেটা তো অমুক জ্ঞানের বিনা দেখা যায় না !

অমুক জ্ঞান চাই এর জন্য। আর জেনেও তার কোন অর্থ নেই। কিন্তু আমরা ভাবনা করলে সেই ভাবনা অবশ্য পৌঁছায়। আমরা স্মরণ করলে, ভাবনা করলে পৌঁছায়। এ তো, জ্ঞানের বিনা অন্য কিছু জানতে পারা যায় না!

তোমাকে কোন ব্যক্তির সন্ধান চাই? তোমার কোন আত্মীয়-স্বজন গেছে?

প্রশ্নকর্তা : আমার নিজের ভাই-ই এখন এক্সপায়ার হয়েছে।

দাদাশ্রী : তাহলে সে তোমাকে স্মরণ করে না আর তুমি ওকে স্মরণ করছ। এই এক্সপায়ার হওয়া, এর অর্থ কি, বুঝতে পার? বহি-খাতার হিসাব পুরো হওয়া, এটাই। সেইজন্য আমাদেরকে কি করতে হবে? আমাদের ওকে অধিক মনে পড়ে তো, বীতরাগ ভগবান কে বলবে যে ওকে শান্তি দিন। মনে পড়ে, সেইজন্য ওর শান্তি মিলে এমন বলবে। আর আমরা কি করতে পারি?

আল্লার ধরোহর

তোমার যা কিছু জিজ্ঞাসা করার আছে জিজ্ঞাসা করতে পারো। আল্লার কাছে পৌঁছাতে যে কোন বাধা আসলে, সেসব আমাকে জিজ্ঞাসা কর, আমি সেসব দুর করে দেবো।

প্রশ্নকর্তা : আমার ছেলের হঠাৎ নিধন হয়েছে, তাহলে এই হঠাৎ এর কারণ কি?

দাদাশ্রী : এই জগতে যা কিছু চোখে দেখা যায়, কান দিয়ে শোনা যায়, এই সব 'রিলেটিভ করেক্ট' (আপেক্ষিক সত্য), প্রকৃত সত্য নয় এই কথা! এই শরীর ও আমাদের নয়, তাহলে ছেলে আমাদের কি করে হতে পারে? এ তো ব্যবহারে, লোক-ব্যবহারে নিজের ছেলে মানা হয়, বাস্তবে সে নিজের ছেলে হয় না। বাস্তবে এই শরীর ও আমাদের নয়। সেইজন্য, যা আমাদের কাছে থাকে ততটুকুই নিজের আর বাকি সব পরের! সেইজন্য ছেলেকে নিজের ছেলে মানতে থাকলে, *উপাধি*

(বাইরে থেকে আসা মানসিক কষ্ট) হবে আর অশান্তি থাকবে ! সেই ছেলে এখন চলে গেছে, খুদার এমনই ইচ্ছা, তো ওকে এখন 'লেট গো' করে দাও।

প্রশ্নকর্তা : সেটা তো ঠিক, আল্লার আমানত আমাদের কাছে ছিল, সে নিয়ে নিয়েছে !

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, বস। এই সমস্ত বাগান-ই আল্লার।

প্রশ্নকর্তা : এই ভাবে যে ওর মৃত্যু হয়েছে, তা ওর নিজের কুকর্ম হবে।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, ছেলের ও কুকর্ম আর তোমার ও কুকর্ম, ভালো কর্ম হলে, তার ফল ভালো মিলে।

পৌঁছায় মাত্র ভাবের স্পন্দন !

বাচ্চা মরে যাওয়ার পরে তার জন্য চিন্তা করলে তার দুঃখ হয়। আমাদের লোকেরা অজ্ঞানতার কারণে এমন সব করে। সেইজন্য তোমাকে যেমন আছে তেমন বুঝে নিয়ে, শান্তিপূর্বক থাকতে হবে। খামোখা মাথাপচ্চী করে তার অর্থ কি ? সব জায়গায়, এমন কেউ নেই যার বাচ্চা মারা যায়নি ! এ তো সাংসারিক ঋণানুবন্ধ, হিসাব লেন-দেনের। আমার ও ছেলে-মেয়ে ছিল, কিন্তু ওরা মরে গেছে। অতিথি এসেছিল, সেই অতিথি চলে গেছে। ওরা আমাদের জিনিস কোথায় ? আমাদেরকেও যেতে হবে কি না ? আমাদেরকেও ওখানে যেতে হবে, তাহলে এই তুফান কিসের ? সেইজন্য যে জীবিত আছে তাদেরকে শান্তি দাও। চলে গেছে সে তো চলে গেছে, তাদেরকে স্মরণ করা ছেড়ে দাও। এখানে জীবিত আছে, যত আশ্রিত আছে তাদেরকে শান্তি দাও, ততটুকুই আমাদের কর্তব্য। এখানে তো চলে গেছে তাদের স্মরণ করে আর এদেরকে শান্তি দিতে পারে না। এটা কেমন? অতঃ সব কর্তব্য ভুলে যায়। তোমার এমন মনে হয় কি ? যাবার সে তো চলে গেছে। পকেট থেকে লাখ টাকা পড়ে যায় আর ফিরে না পেলে আমাদেরকে কি করতে হয় ? মাথা ফাটাতে হবে ?

নিজের হাতের খেলা নয় এটা আর ওই বেচারার সেখানে দুঃখ হয়। আমরা এখানে দুঃখী হই আর তার প্রভাব ওখানে ওর কাছে পৌঁছায়। তাতে ওকে ও সুখী হতে দেয় না আর আমরাও সুখী হই না। সেইজন্য শাস্ত্রকার বলেছে যে 'যাবার পর ঋণ করবে না।' সেইজন্য আমাদের লোকেরা কি বলে কি 'গরুড় পুরাণ বসাও, ফলানা বসাও, পূজা করো, আর মন থেকে ভুলে যাও।' তুমি এমন কিছু বসিয়েছিলে কি ? তারপর ভুলে গেলে, না ?

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু এসব ভোলা যায় না। পিতা- পুত্রের মধ্যে ব্যবহার এতো ভালো চলছিল। সেইজন্য এসব ভোলা যায় এমন নয়।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, ভুলতে পারবে এমন নয়, কিন্তু আমরা না ভুললে ওর জন্য আমাদের দুঃখ হয় আর ওর ওখানে দুঃখ হবে। এভাবে নিজের মনে ওর জন্য দুঃখ করা, এটা পিতা হিসাবে নিজের জন্য কাজের না।

প্রশ্নকর্তা : ওর কি ভাবে দুঃখ হয় ?

দাদাশ্রী : আমরা এখানে দুঃখী হই, তার প্রভাব ওখানে না পৌঁছে থাকে না। এই জগতে তো সব ফোনের মত, টেলিভিশনের মত এই জগত। আর আমরা এখানে উপাধি করি তো সে ফিরে আসবে কি ?

প্রশ্নকর্তা : না।

দাদাশ্রী : কোন রাস্তাতেই আসবে না ?

প্রশ্নকর্তা : না।

দাদাশ্রী : তাহলে আবার উপাধি করলে, তা ওকে ওখানে পৌঁছায় আর ওর নামে ধর্ম-ভক্তি করলে, তাতে ওকে আমাদের ভাবনা পৌঁছায় আর ওর শান্তি হয়। ওকে শান্তি পৌঁছানোর কথা তোমার কেমন লাগে ? আর ওকে শান্তি মিলে সেটা তো তোমার কর্তব্য কি

না ? সেইজন্য এমন কিছু করো যাতে ওর ভালো লাগে। এক দিন স্কুলের বাচ্চাদের পেড়া খাওয়াও, এমন কিছু করো।

সেইজন্য যখন তোমার ছেলের কথা মনে পড়ে, তখন ওর আত্মার কল্যাণ হোক এমন বলবে। 'কৃপালুদেব'এর নাম নেবে, 'দাদা ভগবান' বললে তাতেও কাজ হবে। কেননা 'দাদা ভগবান' আর 'কৃপালুদেব' আত্মা স্বরূপে একই ! দেহে আলাদা দেখা যায়, চোখে আলাদা দেখা যায়, পরন্তু বস্তুতঃ একেই। অর্থাৎ মহাবীর ভগবানের নাম নেবে তাহলেও একেই কথা। তার আত্মার কল্যাণ হোক এইটুকুই নিরন্তর ভাবনা করতে হবে। আমরা ওর সঙ্গে নিরন্তর ছিলাম, সাথে খাওয়া-দাওয়া করেছি, সেইজন্য ওর কল্যাণ কি করে হবে এমন ভাবনা করা উচিত। আমরা অন্যের জন্য ভাল করি, তাহলে আমাদের স্বজনের জন্য কেন করবো না ?

কাঁদে, নিজের জন্য কি যাত্রীর জন্য ?

প্রশ্নকর্তা : আমাদের লোকদের পূর্বজন্মের বোধ আছে, তবুও ঘরে কেউ মারা গেলে, সেই সময় আমাদের লোকেরা কান্না-কাটি কেন করে ?

দাদাশ্রী : এরা তো নিজের-নিজের স্বার্থের জন্য কান্না-কাটি করে। খুব কাছের আত্মীয় হলে, তারা সত্যিই কাঁদে, আর যারা সত্যিই কাঁদে, তারা তো আত্মীয় কে মনে করে কাঁদে আর এটাও আশ্চর্য কি না ! এই লোকেরা ভূত কালকে বর্তমানে নিয়ে আসে, এই ভারতীয়দের ও ধন্য না ! ভূতকালকে বর্তমানে নিয়ে আসে আর সেই প্রয়োগ আমাদেরকে দেখায় !

পরিণাম কল্পান্তের ...

এই এক পরিক্রমা কল্পান্তের করলে তো, 'কল্প'-এর অন্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়ানো হয়ে যায়। এক পুরা কল্পের অন্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়ানো হয় এটা !

সে 'লিকেজ' করবে না !

প্রশ্নকর্তা : নরসিংহ মেহতা, ওনার স্ত্রীর মৃত্যুতে বলেছিল *'ভলুঁ থয়ুঁ ভাঁঙ্গী জঞ্জাল'* (ভাল হয়েছে জঞ্জাল চলে গেছে), তাহলে একে কি বলা হবে ?

দাদাশ্রী : সে পাগল হয়ে বলে ওঠে যে *'ভলুঁ থয়ুঁ ভাঁঙ্গী জঞ্জাল'* এই কথা শুধু মনে রাখার জন্য যে 'জঞ্জাল চলে গেছে' । এটা মন থেকে 'লিকেজ' হওয়া ঠিক নয় । কিন্তু এটা তো মন থেকে 'লিকেজ' হয়ে বেরিয়ে এসেছে । মনের ভিতরে রাখার জিনিসকে প্রকাশ করে দিলে, তাকে পাগল মানুষ বলা হয় ।

জ্ঞানী হয় অনেক বিবেকী !

আর 'জ্ঞানী' পাগল হয় না । জ্ঞানী অনেক বুদ্ধিমান হয়। মনের ভিতরে সবকিছু হয় যে 'ভাল হয়েছে জঞ্জাল চলে গেছে' কিন্তু বাইরে কি বলে ? অরেরে ! খুব খারাপ হলো । এখন আমি একলা কি করবো ?' এমন ও বলে । নাটক করে ! এই জগত তো স্বয়ং নাটক-ই । সেইজন্য ভিতরে জানবে যে ভাল হয়েছে জঞ্জাল চলে গেছে কিন্তু বিবেকে থাকতে হবে । 'ভাল হয়েছে জঞ্জাল চলে গেছে, সুখে ভজবো শ্রীগোপাল' এমন বলতে হয় না । এমন বিবেকহীন ব্যবহার তো বাইরের লোকরাও করে না । শত্রু হলেও বিবেকে থাকবে, মুখ শোকগ্রস্ত করে বসবে ! আমার শোক বা অন্য কিছু হয় না, তবুও বাথরুমে গিয়ে জল লাগিয়ে, এসে আরামে বসি । এটা অভিনয় । দী ওয়ার্ল্ড ইজ দী ড্রামা ইটসেল্ফ, (সংসার স্বয়ং এক নাটক) তোমাকে কেবল নাটক-ই করতে হবে, অভিনয়-ই করতে হবে, কিন্তু অভিনয় 'সিন্সীয়্যারলি' করতে হবে ।

জীব পথভ্রান্ত থাকে তেরো দিন ?

প্রশ্নকর্তা : মৃত্যুর পর তেরো দিনের রেস্টহাউস হয়, এমন বলা হয় ?

দাদাশ্রী : তেরো দিনের তো এই ব্রাহ্মণদের হয়। যে মরে গেছে তার কি ? ওই ব্রাহ্মণরা বলে যে রেস্টহাউস আছে। সে ঘরের উপরে বসে থাকে, অঙ্গুষ্ঠের সমান, আর দেখতে থাকে। আরে *মুয়া,* দেখছিস কি করার জন্য ? কিন্তু দেখ ওর দৌরাত্ম্য, দেখ দৌরাত্ম্য ! এত টুকু অঙ্গুষ্ঠের সমান। বলা হয় চালার উপর বসে থাকে। আর আমাদের লোকেরা সত্য মনে করে, আর এটা সত্য না মানলে, শ্রাদ্ধকর্ম আদি কেউ করবেই না। এই লোকেরা শ্রাদ্ধ আদি কিছু করবেই না।

প্রশ্নকর্তা : গরুড় পুরাণে লেখা আছে কি যে অঙ্গুষ্ঠের সমানই আত্মা হয় ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, তা এরই নাম যে গরুড় পুরাণ না ? পুরাণু (পুরাতন) বলা হয়। অঙ্গুষ্ঠের সমান আত্মা, সেইজন্য প্রাপ্তিই হয়না না, দিনই আসে না। শুক্রবার আসে না। এভ্'রিডে ফ্রাইডে ! করতে যায় সাইন্টিফিক, উদ্দেশ্য সাইন্টিফিক, কিন্তু থিংকিং সব নষ্ট হয়ে গেছে। এই লোকেরা তার নামে ক্রিয়া করে আর ক্রিয়া করার আগে ব্রাহ্মণকে দান দেয়। তখন দান করার যোগ্য ব্রাহ্মণই ছিল। সেই ব্রাহ্মণদের দান দিলে পূণ্য হয়। এখন তো এই সব জর্জরিত হয়ে গেছে। ব্রাহ্মণ এখান থেকে খাট নিয়ে যায়, তার আগেই অন্য জায়গায় সওদা করে আসে যে বাইশ টাকায় তোকে দেব। তোষকের সওদা করা থাকে, চাদরের সওদা করা থাকে। আমরা অন্য যেসব দিই, কাপড় আদি দিই, সেই সব বিক্রী করে দেয়। তাহলে সব আত্মার কাছে পৌঁছায় লোকে কি করে মানবে ?

প্রশ্নকর্তা : দাদাজী, এখন তো কত লোক এমন বলে যে ব্রাহ্মণকে বলে দেব, আপনি সব নিয়ে আসবেন আর আমরা নির্ধারিত টাকা দিয়ে দেব।

দাদাশ্রী : সেটা তো আজ নয়, কত বছর ধরে করছে। নির্ধারিত টাকা দিয়ে দেব, আপনি নিয়ে আসবেন। আর সে অন্যের দেওয়া খাট থাকে সেটা নিয়ে আসে ! তবুও লোকেরা মানতে পারে না, তবুও গাড়ি

সেভাবেই চলেই আসছে। জৈন এমন করে না। জৈন খুব পাক্কা হয়, এমন- তেমন করে না। এমন- তেমন কিছুই না। এখান থেকে আত্মা বেরোলো, তো সিধা তার গতিতে চলে যায়, যোনি প্রাপ্ত হয়ে যায়।

মৃতের থাকে না কোন লেন-দেন !

প্রশ্নকর্তা : মৃতের জন্য কোন ভজন-কীর্তন করতে হয় কি না ? তাতে কি লাভ হয় ?

দাদাশ্রী : মৃতের কোন লেন-দেন থাকে না।

প্রশ্নকর্তা : তাহলে এই আমাদের ধার্মিক বিধি, মৃত্যুর পর যেসব বিধি করা হয়, সেসব ঠিক কি না ?

দাদাশ্রী : এতে এক অক্ষর ও সত্যতা নেই। এ তো যে গেলো সে গেলো। লোকেরা নিজে নিজেই করে আর যদি এমন বলা হয় কি নিজের জন্যে করো না ! তখন বলবে, 'না ভাই, আমার সময় নেই।' যদি বাবার জন্য করতে বলে, তখন ও করবে না এমন। কিন্তু প্রতিবেশী বলে, আরে, তোর বাবার জন্য কর, তোর বাবারটা কর ! এ তো প্রতিবেশী-রা ঠুকে-পিটে করায় !

প্রশ্নকর্তা : তাহলে এই যে গরুড় পুরাণ বসায়, সেটা কি ?

দাদাশ্রী : এই গরুড় পুরাণ তো, এই যে কান্না-কাটি করতে থাকে, সে সব গরুড় পুরাণ-এ যায়, অর্থাৎ পরে শান্তি করার রাস্তা এসব।

সেই সব বাহ-বাহের জন্য !

প্রশ্নকর্তা : মৃত্যুর পর ঘাটকর্ম করে, শ্রাদ্ধ করে, বাসন বিলি করে, ভোজন করায়, এসবের তাৎপর্য কতটা ?

দাদাশ্রী : ওসব অনিবার্য্য বস্তু না। ওসব তো পরে বাহ-বাহ পাওয়ার জন্য করে। আর যদি খরচ না করে তো লোভী হতে থাকে, দুই হাজার টাকা প্রাপ্ত হলেও খাওয়া-দাওয়া করবে না আর দুই

হাজারের উপরে টাকা জুড়তে থাকে। সেইজন্য এমন খরচ করে তো মন শুদ্ধ হয়ে যায় আর লোভ বাড়ে না। কিন্তু এটা অনিবার্য বস্তু নয়। আছে তো করো , নাহলে কোন কথা নেই।

শ্রাদ্ধের যথার্থ বোধ !

প্রশ্নকর্তা : এই শ্রাদ্ধে তো পিতৃদের (পূর্বপুরুষদের) যে আহ্বান করা হয়, সেটা কি ঠিক ? সেই সময় শ্রাদ্ধপক্ষে পূর্বপুরুষরা আসে কি ? আর কাককে ভোজন করায়, সেসব কি ?

দাদাশ্রী : এমন কি না, যদি ছেলের সাথে সম্বন্ধ থাকে তাহলে আসবে। সব সম্বন্ধ পুরো হয় তার পরেই দেহ ছাড়ে। ঘরের লোকের সাথে কোন সম্বন্ধ বাকি থাকে না, সেইজন্য এই দেহ ছেড়ে যায়। তারপর কেউ মেলে না। আবার নতুন সম্বন্ধ বাঁধলে, তাহলে আবার জন্ম হয় সেখানে, বাকি কেউ আসেনা-করেনা। পিতৃ কাকে বলবে ? ছেলেকে বলবে না বাপকে বলবে ? ছেলে পিতৃ হবে আর বাপ ও পিতৃ হবে আর দাদা ও পিতৃ হবে, কাকে বলবে পিতৃ ?

প্রশ্নকর্তা : স্মরণ করার জন্য এইসব ক্রিয়া রেখেছে, তাই না ?

দাদাশ্রী : না, স্মরণ করার জন্যও না। এ তো আমাদের লোকেরা পরে ধর্মের নামে চার আনাও খরচ করবে এমন ছিল না। সেজন্য পরে তাদেরকে বোঝানো হয় যে তোমার বাবা মরে গেছেন, তার জন্য কিছু খরচ করো, এমন করো, তেমন করো। তবেই তোমার বাবার কাছে পৌঁছাবে। তখন লোকেরা ও বকা-বকি করে বলে বাপের জন্য কিছু কর না ! শ্রাদ্ধ কর না ! কিছু ভাল কর না ! তাতে এমন করে দুইশো-চারশো, যা ই খরচ করায় ধর্মের নামে, সেইটুকু ফল সে পায়। বাপের নামে করে আর পরে ফল পায়। যদি বাপের নাম না নিতে, এরা চার আনাও খরচ করবে না। অতঃ অন্ধশ্রদ্ধার ওপরে এই সব চলছে । তুমি বুঝতে পারছ ? বুঝতে পারছ না ?

এই ব্রত-উপবাস করে, সেই সব আয়ুর্বেদের জন্য, আয়ুর্বেদের জন্য। এই সব ব্রত-উপবাস আদি করে আর আয়ুর্বেদে যাতে ফায়দা

হয়, তার জন্য এই সব ব্যবস্থা করেছে। আগের লোকেরা ভালো ব্যবস্থা করেছে। এই মূর্খ লোকদেরও ফায়দা হবে, সেইজন্য অষ্টমী, একাদশী, পঞ্চমী, এমন সব করেছে আর এই শ্রাদ্ধ-ও করে তো ! আর শ্রাদ্ধ, সেটাও তো অনেক ভালোর জন্যই করেছে।

প্রশ্নকর্তা : দাদাজী, শ্রাদ্ধতে কাককে ভোজন করানো হয়, তার কি তাৎপর্য্য ? সেটাকে অজ্ঞানতা বলা হয় ?

দাদাশ্রী : না, অজ্ঞানতা নয় । এটা এক ধরনের লোকেরা শিখিয়েছে যে ওভাবে শ্রাদ্ধ করা হয় । আমাদের এখানে তো শ্রাদ্ধ করার অনেক বড় ইতিহাস আছে। এর কি কারণ ছিল ? শ্রাদ্ধ কবে থেকে শুরু হয় যে ভাদ্র শুক্ল পূর্ণিমা থেকে ভাদ্র কৃষ্ণ অমাবস্যা পর্যন্ত শ্রাদ্ধপক্ষ বলা হয়। ষোল দিনের শ্রাদ্ধ ! এখন এই শ্রাদ্ধ কিসের জন্য ওরা দিয়েছে ? খুব বুদ্ধিশালী প্রজা ! এইজন্য এই শ্রাদ্ধ যা দিয়েছে, সেইসব তো সব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। আমাদের ইন্ডিয়াতে এখন থেকে কিছু বছর আগে পর্যন্ত গ্রামে প্রত্যেক ঘরে একটি খাটিয়া পাতা থাকতো, মেলেরিয়া গ্রস্ত এক-দুইজন খাটে থাকতো। কোন মাসে ? তখন বলে, ভাদ্র মাসে। সেইজন্য আমরা গ্রামে গেলে, প্রত্যেক ঘরের বাইরে একটা খাট পাতা থাকতো আর ওতে রোগী শুয়ে থাকতো, চাদর ঢেকে। জ্বর, মেলেরিয়া জ্বরে গ্রস্ত। ভাদ্র মাসে মশা প্রচুর হতো, সেইজন্য মেলেরিয়া বেশী ছড়াতো, মেলেরিয়াকে পিত্তের জ্বর বলা হয়। সেটা বায়ু অথবা কফের জ্বর নয়। পিত্তের জ্বর, তাতে খুব পিত্ত বেড়ে যায়। বর্ষার দিন আর পিত্তজ্বর আর আবার মশার কামড়। যার পিত্ত বেশী হয় তাকেই মশা কামড়ায়। সেইজন্য মানুষে, এই অনুসন্ধান কর্তারা এই সন্ধান করেছিল যে হিন্দুস্থানে কোন রাস্তা বের করতে হবে, নাহলে জনসংখ্যা অর্ধেক হয়ে যাবে। এখন তো মশা কম হয়ে গেছে, নাহলে মানুষ জীবিত থাকতো না, সেই জন্য পিত্তজ্বরকে উপশম করার জন্য এমন উপশম ক্রিয়া করার জন্য সন্ধান করেছিল যে লোকেরা দুধপাক বা পায়েস , দুধ আর চিনি খেলে পিত্ত উপশম হয় আর মেলেরিয়া থেকে মুক্তি পাবে। তখন লোকেরা

ঘরে দুধ থাকলেও পায়েস বানাতো না ,দুধপাক খেত না এমন এরা ! খুব নর্মাল না (!) সেইজন্য কি হয়েছে, সেটা তুমি জানো ? এখন এই দুধপাক রোজ কি করে খাবে ?

এখনে বাপের কাছে তো এক অক্ষর ও পৌঁছায় না। কিন্তু সেই লোকেরা অনুসন্ধান করেছিল যে এই হিন্দুস্থানের লোকেরা চার আনার ও ধর্ম করে, এমন না। এমন লোভী যে দুই আনার ও ধর্ম করে না। সেইজন্য এভাবে উল্টো কান ধরিয়েছে কি 'তোর বাপের শ্রাদ্ধ করবি কি না ?' এমন সবাই বলে না ! সেইজন্য শ্রাদ্ধর নামে এসব করে দিয়েছে। সেইজন্য লোকেরা শুরু করেছে বাপের শ্রাদ্ধ তো করতে হবে কি না ! আর যদি আমার মত কোন গোঁয়ার হয় আর শ্রাদ্ধ না করে তো কি বলে ? 'বাপের শ্রাদ্ধ ও করে না।' আসে-পাসের লোকেরা কিচ-কিচ করে, সেইজন্য আবার শ্রাদ্ধ করে ফেলে। তখন আবার ভোজন ও করিয়ে দেয়।

তখন পূর্ণিমার দিন থেকে পায়েস খেতে পাওয়া যায় আর পনেরো দিন পর্যন্ত পায়েস মিলতে থাকে। কারণ আজ আমার এখানে, কাল তোমার ওখানে আর লোকেরও অনুকূল হয় যে, 'হবে, তবে একটা-একটা করে খেতে হবে তো ! ঠকবে না আর কাককে খাবার দিয়ে যাবে।' এমন অনুসন্ধান করেছিল। সেইজন্য আমাদের লোকেরা সেই সময় কি বলতো যে ষোল শ্রাদ্ধের পর যদি জীবিত থাক তাহলে নবরাত্রি তে আসবে !

হস্তাক্ষর ছাড়া মৃত্যু ও নয় !

কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম এমন যে কোন মানুষকে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারে না। মৃতকের বিনা হস্তাক্ষরে তাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারে না। লোকে হস্তাক্ষর করে কি ? এমন বলে কি না, 'হে ভগবান এখান থেকে যেতে পারি তো ভালো' এমন কিসের জন্য বলে ? সে তুমি জানো ? কখনো ভিতরে এমন কষ্ট হয়, তখন কষ্টের

চাপে সে বলে, 'এই দেহ ছেড়ে যায় তো ভালো' । সেই সময়ই হস্তাক্ষর করিয়ে নেয় ।

তার আগে 'আমাকে' স্মরণ করবে !

প্রশ্নকর্তা : দাদাজী এমন শুনেছি যে আত্মহত্যার পর এ ধরনের সাত জন্ম হয়, এই কথা কি সত্য ?

দাদাশ্রী : যে সংস্কার পড়ে, তা সাত-আট জন্ম পরে শেষ হয় । সেইজন্য এমন খারাপ সংস্কার পড়তে দেবে না । খারাপ সংস্কার থেকে দূরে পালাবে । হ্যাঁ, এখানে যত কষ্টই হোক না কেন সহ্য করবে, কিন্তু গুলি মারবে না, আত্মহত্যা করবে না । সেইজন্য বড়োদা শহরে আজ থেকে কয়েক বছর আগে সবাইকে বলে দিয়েছিলাম যে আত্মহত্যার বিচার আসলে, আমাকে স্মরণ করবে আর আমার কাছে চলে আসবে । এমন মানুষ, বিপদের ঝুঁকি যুক্ত মানুষ, তাদেরকে বলে রাখতাম । তারা আমার কাছে আসে, তখন ওদেরকে বুঝাই । পরের দিন আত্মহত্যা করা বন্ধ হয়ে যায় । ১৯৫১ এর পর সবাই কে জানিয়ে দিয়েছিলাম যে কাউকে আত্মহত্যা করতে হলে আমাকে মিলে, তারপর করবে । কেউ আসে যে আমি আত্মহত্যা করতে চাই তো তাকে আমি বুঝাই । আসে-পাসের 'কজেজ', 'সার্কেল', আত্মহত্যা করার মত কি করার মত না, সব তাকে বোঝাই আর তাকে মুড়ে দিই ।

আত্মহত্যার ফল !

প্রশ্নকর্তা : কোন মানুষ যদি আত্মহত্যা করে তাহলে তার কি গতি হয় ? ভূত-প্রেত হয় ।

দাদাশ্রী : আত্মহত্যার পর তো প্রেত হয়ে যায়, আর প্রেত হয়ে ঘুরে বেড়াতে হয় । সেজন্য আত্মহত্যা করে উল্টো সঙ্কট ডেকে নেয় । একবার আত্মহত্যা করলে, তারপর কয়েক জন্ম পর্যন্ত তার প্রতিধ্বনি গুঞ্জন করতে থাকে ! আর এই যে আত্মহত্যা করে, সে নতুন কিছু করে না । সে তো আগের জন্মে আত্মহত্যা করেছিল, তারই

প্রতিধ্বনিতে এখন করছে। এই যে আত্মহত্যা করছে, এটা তো আগের জন্মে করা আত্মঘাত কর্মের ফল এসেছে। সেইজন্য নিজে নিজেই আত্মহত্যা করে। এমন প্রতিধ্বনি থাকে যে সে যেমন তেমনই করতে থাকে। সেইজন্য নিজে নিজেই আত্মহত্যা করতে থাকে আর আত্মহত্যা করার পর আবার অবগতির জীব হয়ে যায়। অবগতি অর্থাৎ দেহ বিনা ঘুরতে থাকে। ভূত হওয়া সহজ নয়। ভূত তো দেবগতির অবতার, তা সহজ বস্তু নয়। ভূত তো এখানে কঠোর তপ করেছিল, অজ্ঞান তপ করেছিল, তারপর ভূত হয়েছে, যখন কি প্রেত তো আলাদা বস্তু।

বিকল্প বিনা বাঁচা যায় না !

প্রশ্নকর্তা : আত্মহত্যার ভাবনা কেন হয় ?

দাদাশ্রী : এ তো ভিতরে বিকল্প শেষ হয়ে যায় সেইজন্য। এখানে তো বিকল্পের অবলম্বনে বাঁচা যায়। বিকল্প শেষ হয়ে যায়, তখন আর কি করবে, সে কোন দর্শন দেখতে পায় না, সেইজন্য আত্মহত্যা করার চিন্তা করে। সেইজন্য এই বিকল্প ও কাজের !

সহজ বিচার বন্ধ হয়ে গেলে বিপরীত বিচার চালু হয়। বিকল্প বন্ধ থাকে সেইজন্য যে সহজ বিচার আসে তাও বন্ধ হয়ে যায়। অন্ধকার ঘন হয়ে যায়, তারপর কিছু দেখতে পায় না ! সংকল্প অর্থাৎ 'আমার' আর বিকল্প অর্থাৎ 'আমি' এই দুটোই বন্ধ হয়ে যায়, তখন মরে যাওয়ার বিচার আসে।

আত্মহত্যার কারণ !

প্রশ্নকর্তা : এই যে ওর প্রবৃত্তি হয়, আত্মহত্যা করার, এর রূট (মূল) কি ?

দাদাশ্রী ! আত্মহত্যার রুট তো এমন হয় যে যদি সে কোন জন্মে আত্মহত্যা করে থাকে তো তার প্রতিধ্বনি সাত জন্ম পর্যন্ত থাকে। যেমন একটা বল ফেললে, তিন ফুট ওপর থেকে ফেললে তাহলে

দ্বিতীয় বার নিজে নিজেই আড়াই ফুট উঠে আবার নীচে পড়বে। তার পর আবার এক ফুট উঠে আবার নীচে পড়বে। এমন হয় কি না ? তিন ফুট পুরা ওঠে না, কিন্তু নিজের স্বভাবের অনুসারে আড়াই ফুট উঠে আবার পরে। তৃতীয় বার দুই ফুট উঠে আবার পরে, চতুর্থ বার দেড় ফুট উঠে পরে। এমন তার গতির নিয়ম হয়। এমন প্রকৃতির নিয়ম ও হয়। এই যে আত্মহত্যা করে, তাতে সাত জন্ম পর্যন্ত করতে হয়। আর তাতে কম-বেশী পরিনামে আত্মহত্যা আমরা পূর্ণ ই দেখি, কিন্তু পরিণাম কম তীব্রতর হয় আর, পরিণাম কম হতে হতে শেষ হয়ে যায়।

অন্তিম ক্ষণে...

মরার সময় জীবনে যা যা করা হয়, তার সার (হিসাব) আসে। এই সার পৌনে ঘন্টা পর্যন্ত পড়তে থাকে, তারপর দেহ বেঁধে যায়। ফলতঃ দুই পা থেকে চার পা হয়ে যায়। এখানে রুটি খেতে খেতে, ওখানে ঘাস খাবার আয়োজন ! এই কলিযুগের মাহাত্ম্য এমন। সেইজন্য এই মনুষ্যত্ব আবার ফিরে পাওয়া মুস্কিল এমন এই কলিযুগের কাল ... !

প্রশ্নকর্তা : অন্তিম সময়ে কে জানে যে কান বন্ধ হয়ে যায় ?

দাদাশ্রী : অন্তিম সময়ে আজ যা তোমার হিসাবের খাতায় জমা আছে, তা আসে। মৃত্যুর সময়ের ঘন্টা, যেই গুণস্থানে আসে, সেটা সার আর এই হিসাব-নিকাশ শুধু সারা জীবনের না, পরন্তু আগে যে জন্ম নিয়েছে আর পরে সেই মাঝের ভাগের হিসাব-নিকাস। এই মৃত্যুর সময় আমাদের লোকেরা, কত কিছু কানে বলে, 'বলো রাম, বলো রাম', আরে, রাম কেন বলায় ? রাম তো কবে চলে গেছে !

কিন্তু লোকে শিখিয়েছে এমন, কি এমন কিছু করবে। কিন্তু এ তো ভিতরে পূণ্য জেগে যায়, তবে এডজাস্ট হয়। আর সে তো মেয়ে বিয়ে দেওয়ার চিন্তায় পরে থাকে। এই তিন মেয়ের বিয়ে দিয়েছি, আর

এই চতুর্থ থেকে গেল। এই তিন কে বিয়ে দিয়েছি আর ছোট একলা থেকে গেল। হিসাব করলে সে সামনে এসে দাঁড়িয়ে যাবে। বাল্যকালের ভালো কাজ আসবে না, বুড়ো বয়সে ভালো করলে আসবে।

প্রকৃতির কেমন সুন্দর নিয়ম !

এই যে এখান থেকে যায় সেটাও প্রকৃতির ন্যায়, ঠিক আছে না ! কিন্তু বীতরাগীরা সাবধান করে যে ভাই পঞ্চাশ বছর হয়ে গেছে এখন সামলে যাও।

পঁচাত্তর বছর আয়ু হলে পঞ্চাশ বছরে প্রথম ছবি আসে আর ষাঠ বছর আয়ু হলে চল্লিশ বছরে ছবি আসে। একাশী বছর আয়ু হলে চুয়ান্ন বছরে ছবি উঠে যায়। কিন্তু সেখান পর্যন্ত এতোটা সময় ফ্রি অফ কস্ট (বিনামূল্যে) মিলে, দুই তৃতীয়াংশ ফ্রি তে মিলে আর এক তৃতীয়াংশ, তার পর ছবি আসতে থাকে। নিয়ম ঠিক আছে না জোর-জবরদস্তীওয়ালা ? জোর-জবরদস্তীওয়ালা না তো ? ন্যায়সঙ্গত তো ? দুই তৃতীয়াংশ লাফা-লাফি করেছ, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই, এখন সিধা মর না, এমন বলে।

ক্ষণে-ক্ষণে ভাব মরণ

প্রশ্নকর্তা : দেহের মৃত্যু তো বলা হয় কি না ?

দাদাশ্রী : অজ্ঞানী মানুষের তো দুই রকমের মৃত্যু হয়। প্রতিদিন ভাব মরণ হতে থাকে। ক্ষণ-ক্ষণ ভাব মরণ আর অন্ততঃ দেহের মৃত্যু হয়। কিন্তু প্রতিদিন তার মরণ, প্রতিদিন কান্না। ক্ষণ-ক্ষণ ভাব মরণ। সেইজন্য কৃপালুদেব লিখেছেন না !

'ক্ষণ-ক্ষণ ভয়ঙ্কর ভাব মরণে অহো রাচী রহ্মো !'

(ক্ষণ-ক্ষণ ভয়ঙ্কর ভাব মরণ, কেন অরে প্রসন্ন আছ !')

এরা সবাই জীবিত আছে, মরার জন্য অথবা কিসের জন্য জীবিত আছে ?

সমাধি মরণ

সেইজন্য মৃত্যুকে বলবে, "তোকে তাড়াতাড়ি আসতে হলে আয়, দেরিতে আসতে হলে দেরিতে আয়, কিন্তু 'সমাধি মরণ' রূপে আসবি।"

সমাধি মরণ আর্থাৎ আত্মার ব্যতীত আর কিছু মনে থাকে না। নিজ স্বরূপ শুদ্ধাত্মা ব্যতীত অন্য জায়গায় চিত্ত যেন না থাকে, মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহংকার কিছুই অস্থির না হয় ! নিরন্তর সমাধি ! দেহের *উপাধি* হয়, তবুও *উপাধি* স্পর্শ করে না ! দেহ তো উপাধিওয়ালা হয় কি না ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ।

দাদাশ্রী : কেবল উপাধিওয়ালা-ই নয়, ব্যাধিওয়ালা-ও হয় কি না ? জ্ঞানী কে উপাধি স্পর্শ করতে পারে না। ব্যধি হয় তাতেও তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। আর অজ্ঞানী তো ব্যধি না হলেও, ব্যধিকে ডাকে ! সমাধি মরণ অর্থাৎ, 'আমি শুদ্ধাত্মা ' এমন আভাস থাকে ! আমাদের কত মহাত্মার মৃত্যু হয়েছে, তাদের সবার, 'আমি শুদ্ধাত্মা, আমি শুদ্ধাত্মা' এমন আভাস ছিল।

গতির নিশানি !

প্রশ্নকর্তা : মৃত্যুর সময় এমন কোন নিশানি হয় কি যা থেকে বোঝা যায় যে এই জীবের গতি ভালো হয়েছে কি না ?

দাদাশ্রী : সেই সময় আমার মেয়ের বিয়ে হলো কি না ? এমন হল না। এমন সব ঘরের বিষয় নিয়ে মাথা ঠুকতে থাকে। উপাধি করতে থাকে। তখন জানবে তার হয়ে গেল অধোগতি। আর আত্মাতে থাকলে অর্থাৎ ভগবানে থাকে তাহলে ভালো গতি হয়।

প্রশ্নকর্তা : যদি কিছুদিন আনকন্'শাস (অচৈতন্য অবস্থা) থাকে, তাহলে ?

দাদাশ্রী : অচৈতন্য থাকে, তবুও ভিতরে যদি জ্ঞানে থাকে তাহলেও চলবে। সে জ্ঞান নেওয়া হতে হবে। তাতে অচৈতন্য থাকলেও চলবে।

মৃত্যুর ভয় !

প্রশ্নকর্তা : তাহলে মৃত্যুর ভয় কেন থাকে সবার ?

দাদাশ্রী : মৃত্যুর ভয় তো অহংকারের হয়। আত্মার কিছু না। অহংকারের ভয় থাকে যে আমি মরে যাবো, আমি মরে যাবো।

সেই দৃষ্টিতে দেখতো একটু !

এমন কি না, ভগবানের দৃষ্টিতে এই সংসারে কি চলছে ? তখন বলে তার দৃষ্টিতে তো কেউ মরেই না। ভগবানের যে দৃষ্টি আছে, সেই দৃষ্টি যদি তোমার প্রাপ্ত হয়, এক দিনের জন্য যদি সে তোমাকে দেয় তাহলে এখানে যত লোকই মরে যাক, তবুও তোমার ওপর কোন প্রভাব হবে না কারণ ভগবানের দৃষ্টিতে কেউ মরেই না।

জীব তো মরণ, শিব তো অমর !

কখনো না কখনো সলিউশন (সমাধান) তো আনতেই হবে কি না ? জীবন-মৃত্যুর সলিউশন তো আনতেই হবে ? বাস্তবে নিজে মরেও না আর বাস্তবে জীবিত ও নয়। এ তো মান্যতাতেই ভুল যে নিজেকে জীব মেনে বসে আছে। নিজের স্বরূপ শিব। নিজেই শিব, কিন্তু নিজে বুঝতে পারে না আর নিজেকে জীব স্বরূপ মেনে বসে আছে !

প্রশ্নকর্তা : এমন প্রত্যেক জীবের উপলব্ধিতে আসে, তাহলে এই দুনিয়া চলবেই না তো ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, চলবেই না তো ! আর সেইজন্যই প্রত্যেক ব্যক্তির এসব বোধ আসবেই না ! এ তো পাজল (ধাঁধা) সব। অত্যন্ত গুহ্য,

অত্যন্ত গুহ্যতম। এই গুহ্যতমের জন্য ই এই সব এমন পোলমপোল জগত চলছে।

বাঁচে-মরে, সে কে ?

এই জন্ম-মৃত্যু আত্মার নয়। আত্মা পারমানেন্ট বস্তু। এই জন্ম-মৃত্যু ইগোইজম, অহংকারের। ইগোইজম জন্ম পায় আর ইগোইজম মরে। বাস্তবে আত্মা নিজে মরেই না। অহংকার-ই জন্মে আর অহংকার-ই মরে।

মৃত্যু সময়ে, পূর্বে আর পশ্চাতে...

আত্মার স্থিতি

জন্ম- মরণ কি ?

প্রশ্নকর্তা : জন্ম-মরণ কি ?

দাদাশ্রী : জন্ম-মরণ তো হতে থাকে, আমরা দেখি যে ওতে কি আছে, ওতে জিজ্ঞাসা করার মত কিছু নেই। জন্ম-মরণ অর্থাৎ তাঁর কর্মের হিসাব পুরো হয়ে গেছে, এক অবতারের হিসাব বেঁধেছিল, তা পূর্ণ হয়ে গেছে, সেইজন্য মৃত্যু হয়ে যায়।

মৃত্যু কি ?

প্রশ্নকর্তা : মৃত্যু কি ?

দাদাশ্রী : মৃত্যু তো এমন কি না, এই জামা সেলাই করালাম অর্থাৎ জামার জন্ম হলো তো, আর জন্ম হল, সেইজন্য মৃত্যু না হয়ে থাকবে না ! কোন বস্তুর জন্ম হলে তার মৃত্যু অবশ্য হবে। আর আত্মা অজন্ম-অমর, তার মৃত্যু হয়ই না। অর্থাৎ যত বস্তুর জন্ম হয়, তার মৃত্যু অবশ্য হবে আর মৃত্যু হয় তো জন্ম ও হবে। জন্মের সঙ্গে মৃত্যু জইন্ট হয়ে আছে। জন্ম হয়, সেখানে মৃত্যু অবশ্য হয়।

প্রশ্নকর্তা : মৃত্যু কিসের জন্য ?

দাদাশ্রী : মৃত্যু তো এমন কি না, এই দেহের জন্ম হয়েছে সেটা এক সংযোগ (কাকতালীয়/দৈবযোগ), তার বিয়োগ (লুপ্ত) না হয়ে থাকবেই না ! সংযোগ সর্বদা বিয়োগী স্বভাবের হয় । আমরা স্কুলে পড়তে গিয়েছিলাম, তখন শুরু করেছিলাম কি না, বিগীনিং (শুরু/আরম্ভ) ? পরে এন্ড (শেষ) এসেছে কি না ? প্রত্যেক জিনিস বিগীনিং আর এন্ড যুক্ত হয় । এখানে এই সব বস্তুর বিগীনিং আর এন্ড আছে । তুমি বুঝতে পারছ না ?

প্রশ্নকর্তা : বুঝতে পারছি তো !

দাদাশ্রী : এই সমস্ত জিনিস বিগীনিং-এন্ড যুক্ত, কিন্তু বিগীনিং আর এন্ড কে যে জানে, সেই জাননেওয়ালা কে ?

বিগীনিং-এন্ড যুক্ত যেসব বস্তু আছে, এসব টেম্পোরারি বস্তু । যার বিগীনিং আছে, তার এন্ড ও থাকে, বিগীনিং হয় তার এন্ড অবশ্য হয় । এই সব টেম্পোরারি বস্তু, কিন্তু টেম্পোরারিকে কে জানে ? তুমি পারমানেন্ট, কারণ তুমি এই বস্তুগুলি কে টেম্পোরারি বল, সেইজন্য তুমি পারমানেন্ট । যদি সব বস্তু টেম্পোরারি হতো তাহলে টেম্পোরারি বলার দরকার হত না । টেম্পোরারি সাপেক্ষ শব্দ । পারমানেন্ট আছে, তো টেম্পোরারি আছে ।

মৃত্যুর কারণ !

প্রশ্নকর্তা : তাহলে মৃত্যু কিসের জন্য আসে ?

দাদাশ্রী : সেটা তো এমন, যখন জন্ম হয়, তখন এই মন-বচন-কায়ার তিন 'ব্যাটারি' থাকে, যে গর্ভ থেকে 'ইফেক্ট' (পরিণাম) দিয়ে যায় । সেই 'ইফেক্ট' পূর্ণ হলে, 'ব্যাটারির' হিসাব পুরা হয়ে যায় । তখন পর্যন্ত এই 'ব্যাটারি' থাকে আর তারপর শেষ হয়ে যায়, তাকেই মৃত্যু বলে । কিন্তু তখন আবার পরের জন্মের জন্য নতুন 'ব্যাটারি' চার্জ হয়েই যায় । পরের জন্মের জন্য ভিতরে নতুন 'ব্যাটারি' চার্জ হতেই

থাকে আর পুরাতন 'ব্যাটারি' 'ডিশ্চার্জ'(খালি) হতে থাকে। এভাবে 'চার্জ-ডিশ্চার্জ' হতেই থাকে। কারণ ওর 'রং বিলীফ' (ভুল ধারনা) আছে। সেজন্য 'কজেজ' উৎপন্ন হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত 'রং বিলীফ' আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত রাগ-দ্বেষ আর কজেজ উৎপন্ন হতে থাকে। আর যখন 'রং বিলীফ' বদলে যায় আর 'রাইট বিলীফ'(সঠিক ধারনা) বসে যায়, তখন আর রাগ-দ্বেষ আর কজেজ উৎপন্ন হয় না।

পুনর্জন্ম !

প্রশ্নকর্তা : জীবাত্মা মরার পর আবার ফিরে আসে কি ?

দা দাশ্রী : এমন, বিদেশীদের ফিরে আসে না, মুস্লিমদের ফিরে আসে না, কিন্তু তোমার ফিরে আসে। তোমার ওপর ভগবানের এমন কৃপা আছে যে তোমার ফিরে আসে। এখানে মরে আর ওখানে অন্য যোনিতে পৌঁছে যায় আর ওদের তো ফিরে আসে না।

এখন বাস্তবে ফিরে আসে না এমন নয়। ওদের বিশ্বাস এমন যে এখানে মরে গেছে মানে মরেই গেছে, কিন্তু বাস্তবে ফিরে আসে। কিন্তু ওরা বুঝতে পারে না। পুনর্জন্মও বোঝে না। তুমি পুনর্জন্ম বুঝতে পার তো ?

শরীরের মৃত্যু হয়, তো সে জড় হয়ে যায়। তাতে প্রমাণ হয় যে ওতে জীব ছিল, সে বেরিয়ে অন্য জায়গায় চলে গেছে। বিদেশীরা তো বলে কি ও সেই জীব ছিল আর সেই জীব মরে গেছে। আমরা সেটা মানি না। আমরা পুনর্জন্মে বিশ্বাস করি। আমরা 'ডেভলপ' (বিকশিত) হয়েছি। আমরা বীতরাগ বিজ্ঞান কে জানি। বীতরাগ বিজ্ঞান বলে, পুনর্জন্মের আধারে আমরা একসাথে হয়েছি, এমন হিন্দুস্থানে মানে। তার আধারে আমরা আত্মাকে মানতে শুরু করেছি। না হলে যদি পুনর্জন্মের আধার না হত তাহলে আত্মা কি করে মানতে ?

তাহলে পুনর্জন্ম কার হয় ? তখন বলে, আত্মা আছে, তো পুনর্জন্ম হয়, কারণ দেহ তো মরে গেছে, জ্বালানো হয়েছে এমন আমরা দেখি।

তাহলে আত্মা উপলব্ধিতে আসলে তো সমাধান এসে যায় ! কিন্তু সেটা উপলব্ধিতে আসে এমন তো না ! সেইজন্য সমস্ত শাস্ত্র বলে যে, 'আত্মা কে জান !' এখন তাকে না জেনে যা কিছু করা হয়, সেই সব তাকে কোন ফল দেয় না, হেলপিং (সাহায্যকারী) নয়। প্রথমে আত্মাকে জানো তাহলে তো সব সল্যুশন (সমাধান) এসে যাবে।

পুনর্জন্ম কার ?

প্রশ্নকর্তা : পুনর্জন্ম কে নেয় ? জীব নেয় কি আত্মা নেয় ?

দাদাশ্রী : না, কাওকে নিতে হয় না, হয়ে যায়। এই সংসার 'ইট হেপেন্স' (নিজে নিজে চলে) !

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, কিন্তু সেটা কার দ্বারা হয় ? জীব দ্বারা কি আত্মা দ্বারা ?

দাদাশ্রী : না, আত্মার কোন লেন-দেন নেই , সব জীবের সঙ্গেই আছে। যার ভৌতিক সুখ চাই, তার যোনিতে প্রবেশ করার 'রাইট' (অধিকার) আছে। যার ভৌতিক সুখ চাই না, তার যোনিতে প্রবেশ করার 'রাইট' চলে যায়।

সম্বন্ধ জন্ম-জন্মান্তরের !

প্রশ্নকর্তা : মানুষের প্রত্যেক জন্মের পুনর্জন্মের সাথে সম্বন্ধ আছে ?

দাদাশ্রী : সে তো প্রত্যেক জন্ম পূর্বজন্মই হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক জন্মের সম্বন্ধ পূর্বজন্মের সঙ্গে থাকে।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু পূর্বজন্মের এই জন্মের সাথে কি হিসাব-নিকাশ ?

দাদাশ্রী : অরে পরের জন্মের জন্য এটা পূর্বজন্ম হল। আগের জন্ম, সেটা পূর্বজন্ম, তাতে এটা জন্ম। তাকে পরের জন্মের পূর্বজন্ম বলা হবে।

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, এই কথা ঠিক। কিন্তু পূর্বজন্মে এমন কিছু হয়, যার এই জন্মের সাথে কোন সম্বন্ধ থাকে কি ?

দাদাশ্রী : অনেক সম্বন্ধ, বিশুদ্ধ ! পূর্বজন্মে বীজ পড়ে আর এই জন্মে ফল আসে। সেইজন্য এখানে বীজ আর ফলে কোন পার্থক্য নেই ? সম্বন্ধ হলো কি না ?! আমরা বাজরার দানা পুতলাম, সেটা পূর্বজন্ম আর চারা হলো, সেটা এই জন্ম, আবার এই চারা থেকে বীজ রূপে দানা পড়ল সেটা পূর্বজন্ম আর ওর থেকে চারা হলো, সেটা নতুন জন্ম। বুঝতে পারলে কি না ?

প্রশ্নকর্তা : একজন লোক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, আর অন্য অনেক লোক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কোন সাপ অমুক লোককেই কামড়ালো, তার কারণ কি পূর্বজন্ম ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, আমি এটাই বলতে চাইছি যে পূর্বজন্ম আছে। সেইজন্য সেই সাপ তোমাকে কামড়ায়, পূর্বজন্ম না হলে তোমাকে সাপে কামড়াতো না, পূর্বজন্ম আছে, সে তোমার হিসাব তোমাকে শোধ করছে। এরা সবাই হিসাব শোধ করছে। যেভাবে বহি-খাতার হিসাব শোধ হয়, সেভাবে সব হিসাব শোধ হচ্ছে। আর 'ডেভলপমেন্ট' এর জন্য এই হিসাব সব আমরা বুঝতেও পারি। সেইজন্য আমাদের এখানে কত লোকের 'পূর্বজন্ম আছে' , এমন বিশ্বাস ও হয়ে গেছে না ! কিন্তু এরা পূর্বজন্ম আছেই এমন বলতে পারে না। 'আছেই' এমন কোন প্রমাণ দিতে পারে না। কিন্তু তার নিজের শ্রদ্ধাতে বসে গেছে, এমন উদাহরণ থেকে, যে পূর্বজন্ম আছে তো ঠিকই !

এই বোন বলবে, এর শাশুড়ী কেন ভালো মিলেছে আর আমার কেন এমন মিলেছে ? অর্থাৎ সংযোগ সব রকমই পাওয়া যাবে।

আর কি সাথে যায় ?

প্রশ্নকর্তা : এক জীব অন্য দেহে যায়। ওখানে সাথে পঞ্চেন্দ্রিয় আর মন আদি প্রত্যেক জীব নিয়ে যায় ?

দাদাশ্রী : না, না, কিছু না। ইন্দ্রিয় তো সব এগ্‌জাস্ট (খালি) হয়ে শেষ হয়ে যায়, ইন্দ্রিয় তো মরে যায়। সেইজন্য তার সাথে ইন্দ্রিয় আদি কিছুই যায় না। কেবল এই ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ যাবে। এই কারণ শরীরে ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ সব এসে গেছে। আর সুক্ষ্ম শরীর কেমন হয় ? যতক্ষণ মোক্ষে না যায়, সে পর্যন্ত সাথেই থাকে। যেখানেই অবতার হোক, এই সুক্ষ্ম শরীর সাথেই থাকে।

ইলেক্ট্রিকেল বডি !

আত্মা দেহ ছেড়ে একলা যায় না। আত্মার সাথে সমস্ত কর্ম, যাকে কারণ শরীর বলা হয় সে, আর তৃতীয় 'ইলেক্ট্রিকেল বডি' (তেজস শরীর), এই তিন একসাথেই বেরিয়ে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত এই সংসার আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেক জীবের মধ্যে এই ইলেক্ট্রিকেল বডি থাকে ! কারণ শরীর গড়তে ইলেক্ট্রিকেল বডি সাথেই থাকে। ইলেক্ট্রিকেল বডি প্রত্যেক জীবে সামান্য ভাবে হয় আর তার আধারেই সব চলে। খাবার খায়, তাকে হজম করার কাজ ইলেক্ট্রিকেল বডি করে। রক্ত তৈয়ার হয়, রক্ত উপরে ওঠে, নীচে নামে, ভিতরে সব কাজ করে। চোখ দিয়ে দেখে, সেই লাইট সব এই ইলেক্ট্রিকেল বডির জন্য হয়, আর এই ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ ও এই ইলেক্ট্রিকেল বডির জন্য হয়। আত্মাতে ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ থাকেই না। এই ক্রোধ, সে সব 'ইলেক্ট্রিকেল বডি'-র শাঁক (আঘাত)।

প্রশ্নকর্তা : অর্থাৎ 'চার্জ' করতে 'ইলেক্ট্রিকেল বডি' কাজ করে কি ?

দাদাশ্রী : ইলেক্ট্রিকেল বডি হলে, তবেই চার্জ হয়। ইলেক্ট্রিকেল বডি না হলে, তো এই সব কিছুই চলবে না। 'ইলেক্ট্রিকেল

বডি' হয় আর আত্মা না হয়, তাহলে ও কিছু চলবে না। এই সবই সমুচ্যয় 'কজেজ'।

গর্ভে জীবের প্রবেশ কখন ?

প্রশ্নকর্তা : সঞ্চার হয়, তখন জীব প্রবেশ করে। প্রাণ আসে, এমন বেদে বলেছে।

দাদাশ্রী : না, এসব কথার কথা। এ অনুভবের না , সত্য কথা নয় এসব। এসব লৌকিক ভাষা। জীবের বিনা কখনো গর্ভ ধারণ হয় না। জীবের উপস্থিতিতে গর্ভ ধারণ হয়, না হলে ধারণ হয় না।

এ প্রথমে তো ডিমের মতো অচেতন অবস্থায় থাকে।

প্রশ্নকর্তা : মুর্গীর ডিমে ছেদ করে জীব ভিতরে গেছে ?

দাদাশ্রী : না, এ তো লৌকিক এ এমন, লৌকিকে তুমি যেমন বলো, তেমন লেখা হয়। কেননা গর্ভ ধারণ হওয়া, সে তো কাল, সব রকমের সাইন্টিফিক সারকামস্টেন্সিয়েল এভিডেন্স মিলে, তখন ধারণ হয়।

নয় মাস ভিতরে জীব থাকে তারপর প্রকট হয় আর সাত মাসের জীব হলে অপূর্ণ মাসে জন্ম হওয়াতে কাঁচা থাকে। তার মস্তিস্ক আদি কাঁচা হয়। সব অঙ্গ অপুষ্ট হয়। সাত মাসে জন্ম হয়েছে সেইজন্য তার আর আঠারো মাসে আসলে তার কথাই আলাদা হয়, অনেক হাই লেভেলে-এর (উচ্চ শ্রেনীর) মস্তিস্ক হয় । অতঃ নয় মাসের বেশী যত মাস হয়, তত তার 'টাপ' মস্তিস্ক হয়, এসব জান ?

কেন বলছ না ? তুমি শোন নি যে এ আঠারো মাসের এমন ! শুনেছ ? প্রথমে শুনেছ, না ? কি যেতে দাও, এর মা তো, আঠারো মাসের এমন বলে ! এ তো খুব চালাক। তার মার পেট থেকে বাইরে বেরিয়ে আসছে না। আঠারো মাস পর্যন্ত ওখানে দাপট দেখাচ্ছে।

মাঝে সময় কত ?

প্রশ্নকর্তা : এই দেহ ছাড়ে আর নতুন দেহ গ্রহণ করে, এই দুইয়ের মাঝে কত সময় লাগে ?

দাদাশ্রী : কোন সময় লাগে না। এখানে ও হয়, এখানে এই দেহ থেকে বের হচ্ছে আর তখন ওখানেও যোনিতে হাজির হয়ে যায় । কেননা এটা টাইমিং, বীর্য আর রজের সংযোগ হয়, সেই ক্ষণে। এখানে দেহ ছাড়ার সময় হয়, আর ওখানে এই সংযোগ হয়, এই সব একসঙ্গে হয় তখন এখান থেকে যায়। নাহলে এখান থেকে যাবেই না, অর্থাৎ মানুষের মৃত্যুর পর আত্মা এখান থেকে সোজা অন্য যোনিতে চলে যায়। সেইজন্য আগে কি হবে, সেটা চিন্তা করার মত নয়। কারণ মরার পর অন্য যোনি প্রাপ্ত হয়েই যায় আর সেই যোনিতে প্রবেশ করতেই ওখানে খাবার আদি সব কিছু পেয়ে যায়।

এইভাবে সৃজন হয় কারণ দেহ !

জগৎ ভ্রান্তিময়, সে ক্রিয়াকে দেখে, ধ্যান কে দেখে না। ধ্যান পরের অবতারের পুরুষার্থ আর ক্রিয়া পূর্ব অবতারের পুরুষার্থ। ধ্যান, সে পরের জন্মে ফল দেবে। ধ্যান হলো কি সেই সময় পরমাণু বাইরে থেকে টানবে আর তা ধ্যান স্বরূপ হয়ে ভিতরে সুক্ষ্মভাবে সংগৃহিত হয় যায় আর কারণ দেহের সৃজন হয়। যখন ঋণানুবন্ধ-এর হিসাবে মাতার গর্ভে যায়, তখন কার্য্যদেহের রচনা হয়ে যায়। মানুষ যখন মরে তখন আত্মা, সুক্ষ্ম শরীর তথা কারণ শরীর সঙ্গে যায়। সুক্ষ্ম শরীর সবার কমন হয়, পরন্তু কারণ শরীর প্রত্যেকের তার দ্বারা নির্মিত কজেজ অনুসারে আলাদা-আলাদা হয়। সুক্ষ্ম শরীরকে ইলেক্ট্রিকেল বডি (তেজস শরীর) বলে।

কারণ-কার্য্যের শৃঙ্খলা !

মৃত্যুর পর জন্ম আর জন্মের পর মৃত্যু, বস। এ নিরন্তর চলতেই থাকে ! এখন এই জন্ম আর মৃত্যু কেন হয় ? তখন বলে, 'কজেজ

এ্যান্ড ইফেক্ট, ইফেক্ট এ্যান্ড কজেজ, কারণ আর কার্য্য, কার্য্য আর কারণ'। ওর থেকে কারণ কে নাশ করতে পারলে, তাহলে এই সব ইফেক্ট বন্ধ হয়ে যাবে, তারপর আবার জন্ম নিতে হয় না !

এখানে সারা জীবন 'কজেজ' উত্থাপিত করেছ, তোমার এই কজেজ কার কাছে যাবে ? আর 'কজেজ' করেছ, সেইজন্য সে কার্য্যফল না দিয়ে থাকবে না। 'কজেজ' খাড়া করেছ, এসব তুমি নিজে বুঝতে পারছ ?

প্রত্যেক কার্য্যতে 'কজেজ' উৎপন্ন হয়। তোমাকে কেউ 'অকর্মণ্য' বললে তোমার ভিতরে 'কজেজ' উৎপন্ন হয়। 'তোর বাপ অকর্মণ্য' সেটাই তোমার 'কজেজ' বলা হবে। তোমাকে অকর্মণ্য বলে, সে তো নিয়মানুসারে বলে যায় আর তুমি তাকে বেআইনি করে দিলে। এটা তুমি বুঝতে পারছ না ? কিছু বলছ না ?

প্রশ্নকর্তা : ঠিক আছে।

দাদাশ্রী : অর্থাৎ 'কজেজ' এই ভবে হয়। তার 'ইফেক্ট' পরের জন্মে ভুগতে হয় !

এ তো 'ইফেক্টিভ' (পরিণাম) মোহের 'কজেজ' (কারণ) মোহ বলা হয়। তুমি এমন কেবল মান যে 'আমি ক্রোধ করি' কিন্তু এ তো তোমার ভ্রান্তি, সে পর্যন্তই ক্রোধ আছে। বাকি, এ ক্রোধ-ই না, এ তো ইফেক্ট। আর কজেজ বন্ধ হয়ে যায়, তখন ইফেক্ট একলাই থেকে যায় আর সে 'কজেজ' বন্ধ করেছে সেইজন্য 'হি ইজ নট রেস্পন্সিবল ফর ইফেক্ট' (পরিণামের জন্য নিজে দায়ী নয়) আর 'ইফেক্ট' নিজের প্রভাব না দেখিয়ে থাকবে না।

কারণ বন্ধ হয় ?

প্রশ্নকর্তা : দেহ আর আত্মার মধ্যে সম্বন্ধ তো আছে না ?

দাদাশ্রী : এই দেহ, সে আত্মার অজ্ঞান দশার পরিণাম। যা যা 'কজেজ' করেছে তার এটা 'ইফেক্ট'। কেউ তোমাকে ফুল চড়ালে

তুমি প্রসন্ন হয়ে যাও আর তোমাকে গাল দিলে অপ্রসন্ন হয়ে যাও। সেই অপ্রসন্ন আর প্রসন্ন হওয়াতে বাহ্য দর্শনের দাম নেই। অন্তর ভাব থেকে কর্ম চার্জ হয়। সেটার আবার পরের জন্মে 'ডিশ্চার্জ' হয়। সেই সময়সে 'ইফেক্টিভ' থাকে। এই মন-বচন-কায়া তিনটিই 'ইফেক্টিভ'। 'ইফেক্ট' ভোগার সময় অন্য নতুন 'কজেজ' উৎপন্ন হয়, যে পরের জন্মে আবার 'ইফেক্টিভ' হয়। এভাবে 'কজেজ এ্যান্ড ইফেক্ট', 'ইফেক্ট এ্যান্ড কজেজ' এই ক্রম নিরন্তর চলতেই থাকে।

কেবল মনুষ্য জন্মতেই 'কজেজ' বন্ধ হতে পারে এমন। অন্য সব গতিতে কেবল 'ইফেক্ট'-ই থাকে। এখানে 'কজেজ' আর 'ইফেক্ট' দুটোই আছে। আমি জ্ঞান দিই, তখন 'কজেজ' বন্ধ করে দিই। তার পর নতুন 'ইফেক্ট' হয় না।

সেই পর্যন্ত ঘুরে বেড়াবে...

'ইফেক্টিব বডি' অর্থাৎ মন-বচন-কায়ার তিন ব্যাটারি তৈয়ার হয়ে যায় আর তা থেকে আবার নতুন 'কজেজ' উৎপন্ন হতে থাকে। অর্থাৎ এই জন্মে মন-বচন-কায়া ডিশ্চার্জ হতে থাকে আর অন্য দিকে ভিতরে নতুন চার্জ হতে থাকে। যে মন-বচন-কায়ার ব্যাটারি চার্জ হতে থাকে, সে পরের ভবের জন্য আর এ আগের ভবের, এ এখন ডিশ্চার্জ হচ্ছে। 'জ্ঞানী পুরুষ' নতুন চার্জ বন্ধ করে দেয়। তাই পুরানোটা 'ডিশ্চার্জ' হতে থাকে।

সেইজন্য মৃত্যুর পশ্চাতে আত্মা অন্য যোনিতে যায়। যতক্ষন নিজের 'সেল্ফ-এর রিযেলাইজ' (আত্মার পরিচয়) হয়না , ততক্ষন সব যোনিতে ঘুরে বেড়াতে থাকে। যতদিন মনের সাথে তন্ময়াকার থাকে, বুদ্ধির সাথে তন্ময়াকার থাকে, তখন পর্যন্ত সংসার খাড়া থাকে। কারণ তন্ময়াকার হওয়া অর্থাৎ যোনিতে বীজ পড়া আর এইজন্য কৃষ্ণ ভগবান বলেছেন যে যোনিতে বীজ পড়ে তার থেকে এই সংসার খাড়া আছে। যোনিতে বীজ পড়া বন্ধ হলে তার সংসার সমাপ্ত হয়ে যায়।

বিজ্ঞান বক্রগতিযুক্ত !

প্রশ্নকর্তা : 'থিওরি অফ ইভল্যূশন' (বিবর্তনবাদ) -এর অনুসারে জীব এক ইন্দ্রিয়, দুই ইন্দ্রিয় এভাবে 'ডেভলপ' হতে -হতে মনুষ্য তে আসে আর আবার মনুষ্য থেকে আবার ফিরে জানোয়ারে যায়। তাতে এই 'ইভল্যূশন থিওরি' তে একটু বিরোধাভাস মনে হয়। সেটা একটু স্পষ্ট করে দিন।

দাদাশ্রী : না, ওতে বিরোধাভাস কিছু নেই। 'ইভল্যূশন থিওরি' সব সত্য। কেবল মনুষ্য পর্যন্ত-ই 'ইভল্যূশন' থিওরি 'করেক্ট', তার আগের কথা এই লোকেরা জানেই না।

প্রশ্নকর্তা : মনুষ্য থেকে পশুতে ফিরে যায় কি ? প্রশ্ন এটা।

দাদাশ্রী : এমন, প্রথমে ডারউইন-এর 'থিওরি' এই বিবর্তনবাদ -এর অনুসারে 'ডেভলপ' হতে-হতে মনুষ্য পর্যন্ত আসে আর মনুষ্যতে এসেছে সেইজন্য 'ইগোইজম'(অহংকার) সাথে থাকায় কর্তা হয়। কর্মের কর্তা হয়, সেইজন্য আবার কর্ম অনুসারে ভুগতে যেতে হয়। 'ডেবিট' (পাপ) করে তো জানোয়ারে যেতে হয় আর 'ক্রেডিট' (পুণ্য) করলে দেবগতিতে যেতে হয় অথবা মনুষ্য গতিতে রাজপদ মিলে। অতঃ মনুষ্যে আসার পর 'ক্রেডিট' আর 'ডেবিট'-এর আধারে এসব হয়।

পরে নেই চুরাশি লাখ যোনি !

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু এমন বলা হয় কি না, মানবজন্ম চুরাশি লাখ যোনিতে ঘুরে ঘুরে তার পর পাওয়া যায়, পরেও আবার এতো ঘুরে মানবজন্ম মিলে ?

দাদাশ্রী : না, এমন কিছু না। একবার মনুষ্য জন্মে আসলে তারপর আবার পুরো চুরাশিতে ঘুরতে হয় না। তার যদি পাশবতার বিচার আসে, তো খুব বেশী আট ভব তাকে পশু যোনিতে যেতে হবে, তাও কেবল একোশ-দুশো বছরের জন্য। তার পর যেখানে ছিল

সেখানেই আবার মনুষ্যতে আসবে। একবার মনুষ্য হবার পর চুরাশি লাখ চক্কর ঘুরতে হয় না।

প্রশ্নকর্তা : এক আত্মাই চুরাশি লাখ চক্কর ঘোরে কি ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, এক আত্মাই।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু আত্মা তো পবিত্র থাকে ?

দাদাশ্রী : আত্মা তো এখনো পবিত্র আছে। চুরাশি লাখ যোনিতে ঘুরেও পবিত্রই আছে, পবিত্র ছিল আর পবিত্র থাকবে।

বাসনা অনুসারে গতি

প্রশ্নকর্তা : মরার আগে যেমন বাসনা হয়, সেই রূপে জন্ম হয় কি ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, সেই বাসনা, আমাদের লোকেরা বলে কি না যে মরার আগে এমন বাসনা ছিল, কিন্তু এমন কোন বাসনা করা যায় না। এ তো হিসাব, সারা জীবনের। সারা জীবন তুমি যা করেছ, মৃত্যুর সময় শেষ ঘন্টায় তার হিসাব আসে আর সেই হিসাব অনুসারে তার গতি হয়।

মনুষ্য থেকে কি মনুষ্য-ই ?

প্রশ্নকর্তা : মানুষ্য থেকে মানুষ্যতেই যাবে ?

দাদাশ্রী : এটা নিজের বোঝার ভুল। বাকি স্ত্রীর গর্ভ থেকে মানুষই জন্ম নেয়। কোন গাধা জন্মায় না। কিন্তু যদি কেউ এমন ভেবে নেয় যে আমি মরে গেলে মানুষ হয়েই জন্মাবো তাহলে সেটা ভুল। আরে তোর বিচার তো গাধার, তাহলে মানুষ কি করে হবি ? তোর বিচার আসে, কারটা গ্রাস করব, কারটা ছিনিয়ে নেব। বিনা হকের ভক্ষণের বিচার আসে, সেই বিচারই নিয়ে যায়, নিজের গতিতে !

প্রশ্নকর্তা : জীবের এমন কোন ক্রম আছে যে মনুষ্যতে আসার পর মনুষ্যতেই থাকবে কি অন্য কোথাও যাবে ?

দাদাশ্রী : হিন্দুস্থানে মনুষ্য জন্মে আসার পর চার গতিতেই ঘুরতে হয়। ফরেনের মনুষ্যের এমন হয় না। তাতে দুই-পাঁচ প্রতিশত অপবাদ হয়। বাকি সবাই উপরে উঠতে থাকে।

প্রশ্নকর্তা : লোকে যাকে বিধাতা বলে, সে কাকে বলে ?

দাদাশ্রী : এরা প্রকৃতিকে-ই বিধাতা বলে। বিধাতা নামের কোন দেবী নেই। 'সাইন্টিফিক সারকামস্টেন্সিয়েল এভিডেন্স' (বৈজ্ঞানিক সাংযোগিক প্রমাণ), সেই বিধাতা। আমাদের লোকেরা স্থির করেছে যে ষষ্ঠ দিন বিধাতা লিখন লিখে যায়। বিকল্পে এই সব ঠিক আর বাস্তবিক জানতে হলে এ সত্য নয়।

এখানে তো নিয়ম আছে কি যে বিনা হকের নিয়েছে, তার দুই পা থেকে চার পা হবে। কিন্তু এ স্থায়ী নয়। বেশী হলে দুশো বছর আর খুব বেশী হলে সাত-আট জন্ম জানোয়ারে যায় আর কম সে কম পাঁচ মিনিটে জানোয়ারে গিয়ে আবার মনুষ্যে ফিরে আসে। অনেক জীব এমন আছে যে এক মিনিটে সতেরো অবতার বদলায়, অর্থাৎ এমন জীব ও আছে। সেইজন্য জানোয়ারে গেলেই, সবার একশো-দুশো বছর আয়ুষ্য হয় না।

এটা বোঝা যায় লক্ষণ থেকে !

প্রশ্নকর্তা : এ জানোয়ার যোনিতে যাবে, তার প্রমাণ তো কিছু বলুন, তাকে বৈজ্ঞানিক আধারে কি ভাবে মানা যায় ?

দাদাশ্রী : এখানে কেউ ঘেউ ঘেউ করে এমন মানুষ মিলেছে তোমাকে ? 'কি ঘেউঘেউ করছিস ?' এরকম তুমি তাকে বলেছিলে ? সে ওখান থেকে, কুত্তা থেকে এসেছে। কেউ বাদরের মতো লাফালাফি করে, এমন হয় ! সে ওখান থেকে এসেছে। কেউ বিড়ালের মতো তাকিয়ে বসে থাকে, তোমার কিছু নেওয়ার জন্য, ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য। সে ওখান থেকেই আসা। অর্থাৎ এখানে কোথা থেকে এসেছে সে, তা ও চিনতে পারা যায় আর কোথায় যাবে তা ও চিনতে পারা যায়

আর এটা চিরকালের জন্য নয়। এই লোকেরা কেমন, এরা পাপ করতেও জানে না।

এই কলিযুগে লোকেরা পাপ করতেও জানে না আর করে পাপ-ই। সেইজন্য এদের পাপের ফল কেমন হয় ? বেশী হলে পঞ্চাশ-একশো বছর জানোয়ারে গিয়ে আবার এখানে ফিরে আসে, হাজার বর্ষ অথবা লাখ বর্ষ না। আর অনেকে তো পাঁচ বছরেই জানোয়ারে গিয়ে আবার ফিরে আসে। সেইজন্য জানোয়ারে যাওয়া, তাকে দোষের ভাববে না। কারণ কি এরা তো অবিলম্বে ফিরে আসে বেচারারা ! কেননা এমন পাপই করে না ! এদের শক্তিই নেই এমন পাপ করার।

নিয়ম ক্ষতি-বৃদ্ধির !

প্রশ্নকর্তা : এখন মানুষের জনসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, এর অর্থ এটা কি জানোয়ার কম হয়েছে ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, ঠিক। যত আত্মা আছে, তত আত্মাই থাকে, কিন্তু কনভার্জন (রূপান্তর) হতে থাকে। কখনো মানুষ বেড়ে যায়, তখন জানোয়ার কম হয় আর কখনো জানোয়ার বেড়ে যায়, তখন মানুষ কম হয়ে যায়। এখন আবার মানুষ কম হবে। এখন ১৯৯৩ সাল থেকে শুরু হবে কম হওয়া !

তখন লোকেরা কেল্‌কুলেশন করে কি সন ২০০০-এ এমন হয়ে যাবে, তেমন হয়ে যাবে, হিন্দুস্থানের জনসংখ্যা বেড়ে যাবে, তারপর আমরা কি খাবো ? এমন কেল্‌কুলেশন করে, কি করে না ? এটা কিসের মত ? সিমিলী (সদৃশ) বলবো ?

একজন চৌদ্দ বছরের ছেলে, ওর উচ্চতা চার ফুট চার ইঞ্চি আর আঠারো বছরে পাঁচ ফুট হয়। তখন বলে, চার বছরে আট ইঞ্চি বেড়েছে, তাহলে সত্তর বছরে কত হবে ? এমন কেল্‌কুলেশন করে আর সেভাবে জনসংখ্যার ও কেল্‌কুলেশন করে।

বাচ্চাদের দুঃখ কেন !

প্রশ্নকর্তা : নির্দোষ বাচ্চাদের শারীরিক বেদনা ভুগতে হয় ? তার কারণ কি ?

দাদাশ্রী : বাচ্চার কর্মের উদয় বাচ্চাকে ভুগতে হয় আর 'মাদার'(মা)-কে সেটা দেখে ভুগতে হয় । মূল কর্ম বাচ্চার, ওতে 'মাদার'-এর অনুমোদন ছিল, এইজন্য 'মাদার'-কে দেখে ভুগতে হয় । করা, করানো আর অনুমোদন করা- এই তিন কর্ম বন্ধনের কারণ ।

মনুষ্যভবের মাহাত্ম্য !

মনুষ্য দেহে আসার পর অন্য গতিতে যেমন কি দেব, তির্যঞ্চ অথবা নরকে গিয়ে ঘুরে আসার পর আবার মনুষ্য দেহ মেলে । আর ঘোরাঘুরির অন্ত ও মনুষ্য দেহ থেকেই হয় । এই মনুষ্যদেহ সার্থক করতে পারলে মোক্ষের প্রাপ্তি হতে পারে তেমন, আর না পারলে ঘোরাঘুরির সাধন বাড়িয়ে দেয়, তেমন ও হয় ! অন্য গতিতে কেবল ছেড়ে যায় । এতে দুটোই হয় । ছেড়েও যায় আর সাথে সাথে বাঁধেও । সেইজন্য দুর্লভ মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হয়েছে, তো এতে নিজের কাজ করে নাও । অনন্ত অবতার আত্মা দেহের জন্য ব্যতীত করেছে । এক অবতার যদি দেহ আত্মার জন্য বার করে তাহলে কাম হয়ে যাবে ।

মনুষ্যদেহেই যদি জ্ঞানী পুরুষ মেলে তাহলে মোক্ষের উপায় হয়ে যায় । দেবতারাও মনুষ্যদেহের জন্য লালায়িত থাকে । জ্ঞানী পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হলে, তার জুড়লে, অনন্ত অবতারের বৈরী সমান দেহ পরম মিত্র হয়ে যায় ! সেইজন্য এই দেহে জ্ঞানী পুরুষ মিলেছে, তো পুরাপুরি কাম করে নাও। সম্পূর্ণ তার জুড়ে তড়ীপার (বৈতরণী পার) হয়ে যাও ।

অজন্ম-অমর-এর আসা যাওয়া কোথা থেকে ?

প্রশ্নকর্তা : পরন্তু আসা যাওয়ার ফেরা কার ?

দাদাশ্রী : যে অহংকার আছে না, তারই আসা যাওয়া । আত্মাতো নিজের মূল দশাতেই আছে। অহংকার পরে বন্ধ হয়ে যায়। সেইজন্য তার ফেরা বন্ধ হয়ে যায় !

তারপর মৃত্যুর ও ভয় নেই !

প্রশ্নকর্তা : শুধু এই সনাতন শান্তি প্রাপ্ত করলে সেটা কি এই জন্মের জন্য হয় না জন্ম-জন্মান্তরের জন্য ?

দাদাশ্রী : না, এ তো পারমানেন্ট হয়ে যায়। তারপর কর্তাপদই থাকে না, সেইজন্য কর্ম বাঁধে না । এক-আধ অবতারে অথবা দুই অবতারে মোক্ষ হয়েই যায়, ছাড়া-ছাড়ি নেই, চলেই না। যে মোক্ষে যেতে চায় না, তার এই ধান্দা করা উচিত নয়। এই লাইনে পড়বেই না। যার মোক্ষ পছন্দ না, তো এই লাইনে পড়বেই না।

প্রশ্নকর্তা : এই সব 'জ্ঞান', পরের জন্মে গেলে, তখন মনে থাকবে কি ?

দাদাশ্রী : সব সেই রূপেই হবে। বদলাবেই না। কারণ কি কর্ম বাঁধে না, সেইজন্য কোন সমস্যা খাড়া হবেই না !

প্রশ্নকর্তা : তাহলে এর অর্থ এই হলো কি আমাদের গত জন্মের এমন কর্ম থাকে, যাকে নিয়ে গাঁঠ চলতে থাকে কি ?

দাদাশ্রী : পূর্বের অবতারে অজ্ঞানতাতে কর্ম বাঁধে, এখন সেই কর্মের ইফেক্ট এইসব। ইফেক্ট ভুগতে হয়। ইফেক্ট ভুগতে- ভুগতে, যদি জ্ঞানী না মেলে, তাহলে আবার নতুন কজেজ আর পরিণাম স্বরূপ নতুন ইফেক্ট খাঁড়া হতেই থাকে। ইফেক্ট থেকে আবার কজেজ উৎপন্ন হতেই থাকবে আর সেই কজেজ আবার পরের জন্মে ইফেক্ট হবে। কজেজ এ্যান্ড ইফেক্ট, ইফেক্ট এ্যান্ড কজেজ, কজেজ এ্যান্ড

ইফেক্ট, ইফেক্ট এ্যান্ড কজেজ, কজেজ এ্যান্ড ইফেক্ট এমন চলতেই থাকবে। সেইজন্য জ্ঞানী পুরুষ যখন কজেজ বন্ধ করে দেয়, তখন শুধু ইফেক্ট ভুগতে বাকি থাকে। সেইজন্য কর্ম বন্ধন বন্ধ হয়ে যায়।

সেইজন্য, সব 'জ্ঞান' স্মরণ থাকে, এটাই না, নিজে সেই স্বরূপ-ই হয়ে যায়। তারপর তো মরার ভয় ও লাগে না। কারো ভয় লাগে না, নির্ভয়তা হয়ে যায়।

অন্তিম সময়ের জাগৃতি !

জীবিত আছো, সেই পর্যন্ত !

প্রশ্নকর্তা : দাদাশ্রী, জ্ঞান নেওয়ার আগের, এই ভবের যে পর্যায় বেঁধে গেছে , তার নিরাকরণ কি ভাবে আসবে ?

দাদাশ্রী : এখন আমরা জীবিত আছি, সে পর্যন্ত পশ্চাতাপ করে সেসব ধুয়ে ফেলতে হবে, কিন্তু সেই অমুকটা, পুরো নিরাকরণ হয় না। কিন্তু ঢিলা তো হয়েই যায়। ঢিলা হয়ে যায়, সেইজন্য সামনের ভবে হাত লাগাতেই তুরন্ত গাঁট খুলে যায়।

প্রশ্নকর্তা : প্রায়শ্চিত্ত তে বন্ধন খুলে যায় ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, খুলে যায় । অমুক প্রকারের বন্ধন, সেই কর্ম প্রায়শ্চিত্ত করলে মজবুত গাঁট থেকে ঢিলা হয়ে যায় । নিজের প্রতিক্রমণে অনেক শক্তি । দাদাকে হাজির রেখে করলে কাম হয়ে যায়।

এই জ্ঞান মেলার পর হিসাব মহাবিদেহের !

কর্মের ধাক্কাতে যে অবতার হবার সে তো হবেই, হয়তো এক-দুই অবতার। কিন্তু তার পর সীমন্ধর স্বামীর কাছেই যেতে হবে। এটা এখান কার ধাক্কা, হিসাব বেঁধে দিয়েছে আগেই, কিছু চিকনা (আঠালো)

হয়ে গেছে না, তো সেটা পুরা হয়ে যাবে। তার থেকে ছাড়াছাড়ি নেই না!

প্রশ্নকর্তা : প্রতিক্রমণ করলে কর্মের ধাক্কা কম হয় ?

দাদাশ্রী : কম হয় তো! আর তাড়াতাড়ি নিষ্পত্তি এসে যায়।

'আমি' এভাবে করেছি নিবারণ বিশ্ব থেকে !

যত ভুল সমাপ্ত করেছি প্রতিক্রমণ করে-করে, তত মোক্ষ কাছে এসেছে।

প্রশ্নকর্তা : এই ফাইল আবার এঁটে যাবে না তো পরের জন্মে।

দাদাশ্রী : কি নিতে ? আমাদের পরের জন্ম থেকে কি নেওয়ার আছে ? এখানকার এখানেই এত প্রতিক্রমণ করে ফেলো। সময় পেলেই তার জন্য প্রতিক্রমণ করতে থাকা উচিত। 'চন্দুভাইকে' তুমি এতটুকুই বলবে যে প্রতিক্রমণ করতে থাকো। তোমার ঘরের সব সদস্যের সাথে, তোমার কিছু না কিছু আগে দুঃখ হয়েছে হয়তো, সে সবের জন্য প্রতিক্রমণ করতে হবে। সংখ্যাত অথবা অসংখ্যাত জন্মে যে রাগ-দ্বেষ, বিষয়-বিকার, কষায়-এর দোষ করা হয়েছে, তার জন্য ক্ষমা চাইছি। এভাবে প্রত্যেক দিন এক-এক ব্যক্তির, এভাবে ঘরের প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্মরণ কর-করে করতে হবে। পরে আশে-পাশের, পাড়া-পড়শী সবাইকে উপযোগ রেখে এসব করতে হবে। তুমি করবে তারপর এই বোঝা হালকা হয়ে যাবে। এমনি-এমনি হালকা হয় না।

আমি সমস্ত বিশ্বের সাথে এভাবে নিবারণ করেছি। প্রথমে এভাবে নিবারণ করেছিলাম, সেইজন্যই এই ছাড়া পেয়েছি। যতক্ষণ পর্যন্ত আমার দোষ তোমার মনে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার শান্তি হবে না! সেইজন্য, আমি যখন এমন প্রতিক্রমন করি , তখন ওখানে মুছে যায়।

মৃতকের প্রতিক্রমন ?

প্রশ্নকর্তা : যার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে, সেই ব্যক্তির যদি দেহ বিলয় হয়ে গেছে, তাহলে প্রতিক্রমণ কেমন করে করবো ?

দাদাশ্রী : দেহ বিলয় হয়ে গেলেও, যদি তার ফটো থাকে, তার চেহারা মনে থাকে, তাহলে করতে পারবে। চেহারা একটুও মনে নেই কিন্তু নাম জানো, তাহলে নাম নিয়েও করতে পারো, তাতেও তার কাছে পৌঁছে যাবে।

প্রশ্নকর্তা : তাহলে মৃত ব্যক্তির প্রতিক্রমণ কিভাবে করবো ?

দাদাশ্রী : মন-বচন-কায়া, ভাবকর্ম, দ্রব্যকর্ম, নৌকর্ম, মৃতকের নাম তথা তার নামের সর্ব মায়া থেকে ভিন্ন এমন তার শুদ্ধাত্মাকে স্মরণ করবে, আর পরে 'এমন ভুল করেছিলাম' সেসব স্মরণ করবে (আলোচনা)। সেই ভুলের জন্য আমার পশ্চাতাপ হয় আর তার জন্য আমাকে ক্ষমা করো (প্রতিক্রমণ)। এমন ভুল আর হবে না তার দৃঢ় নিশ্চয় করছি, এমন নিশ্চিত করতে হবে (প্রত্যাখান)। 'আমি' নিজে চন্দুভাইয়ের জ্ঞাতা-দ্রষ্টা থাকবো আর জানবো কি চন্দুভাই কত প্রতিক্রমণ করেছে, কত সুন্দর করেছে আর কত বার করেছে।

-জয় সচ্চিদানন্দ

অন্তিম সময়ের প্রার্থনা !

হে দাদা ভগবান, হে শ্রী সীমন্ধর স্বামী প্রভু, আমি মন-বচন-কায়া * তথা * নামের সর্ব মায়া, ভাবকর্ম, দ্রব্যকর্ম, নৌকর্ম আপনি প্রকট পরমাত্মা স্বরূপ প্রভূর সুচরণে সমর্পিত করছি ।

হে দাদা ভগবান, হে শ্রী সীমন্ধর স্বামী প্রভু, আমি আপনার অনন্য শরণ নিচ্ছি । আমাকে আপনার অনন্য শরণ মিলে । অন্তিম সময়ে হাজির থাকবে । আমাকে হাত ধরে মোক্ষে নিয়ে যাবে । অন্ত পর্যন্ত সাথে থাকবে ।

হে প্রভু, আমার মোক্ষ ছাড়া এই জগতে অন্য কোন বিনাশী বস্তু চাই না । আমার পরের জন্ম আপনার চরণে আর শরণেই হোক ।'

'দাদা ভগবান না অসীম জয় জয়কার হো' বলতে থাকবে ।

* (যার অন্তিম সময় এসে গেছে সেই ব্যক্তি নিজের নাম নিবে)

(এইভাবে সেই ব্যক্তি বার-বার বলবে অথবা কেউ তাকে বার-বার বলাবে ।)

মৃত ব্যক্তির প্রতি প্রার্থনা !

প্রত্যক্ষ দাদা ভগবানের সাক্ষীতে, প্রত্যক্ষ সীমন্ধর স্বামীর সাক্ষীতে, দেহধারী * এর মন-বচন-কায়ার যোগ, ভাবকর্ম, দ্রব্যকর্ম, নৌকর্ম থেকে ভিন্ন এমন হে শুদ্ধাত্মা ভগবান, আপনি এমন কৃপা করুন কি * যেখানেই থাকুক সেখানেই সুখ-শান্তি মিলে । মোক্ষ মিলে ।

আজকের দিনের অদ্যক্ষণ পর্যন্ত আমার দ্বারা * প্রতি যে কোন রাগ-দ্বেষ কষায় হয়েছে, তার জন্য ক্ষমা চাইছি । হৃদয়পূর্বক পশ্চাত্তাপ করছি । আমাকে ক্ষমা করুন আর আবার এমন দোষ কখনো না হয়, এমন শক্তি দিন ।

* মৃত ব্যক্তির নাম বলবে ।

(এভাবে বার-বার প্রার্থনা করতে হবে । পরে যত বার মৃত ব্যক্তিকে মনে পরবে, তখন-তখন এই প্রার্থনা করতে হবে ।

শুদ্ধাত্মার প্রতি প্রার্থনা

হে অন্তর্যামী ভগবান ! আপনি প্রত্যেক জীবমাত্রে বিরাজমান, সেভাবে আমার মধ্যেও বিরাজমান। আপনার স্বরূপেই আমার স্বরূপ। আমার স্বরূপ শুদ্ধাত্মা।

হে শুদ্ধাত্মা ভগবান ! আমি আপনাকে অভেদ ভাবে অত্যন্ত ভক্তিপূর্বক নমস্কার করছি।

অজ্ঞানতাবশে আমি যা যা *** দোষ করেছি, সেইসব দোষ আপনার সমক্ষে প্রকাশ করছি। তার হৃদয়পূর্বক খুব পশ্চাতাপ করছি। আর আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। হে প্রভু ! আমাকে ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন আর আবার যেন এই দোষ না করি এমন আপনি আমাকে শক্তি দিন, শক্তি দিন, শক্তি দিন।

হে শুদ্ধাত্মা ভগবান ! আপনি এমন কৃপা করুন যেন আমার ভেদভাব মিটে যায় আর অভেদভাব প্রাপ্ত হয়। আমি আপনাতে অভেদ স্বরূপে তন্ময়াকার থাকি।

*** যে যে দোষ হয়েছে , সেসব মনে প্রকাশ করবে।

প্রতিক্রমণ বিধি

প্রত্যক্ষ দাদা ভগবানের সাক্ষীতে, দেহধারী * এর মন-বচন-কায়ার যোগ, ভাবকর্ম-দ্রব্যকর্ম-নোকর্ম থেকে ভিন্ন এমন হে শুদ্ধাত্মা ভগবান, আজকের দিন পর্যন্ত যে যে ** দোষ হয়েছে, তার জন্য ক্ষমা চাইছি, পশ্চাতাপ করছি আর আবার এমন দোষ কখনো করবো না, এমন দৃঢ় নিশ্চয় করছি। আমাকে ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন। আলোচনা-প্রতিক্রমণ-প্রত্যাখান করছি। হে দাদা ভগবান ! আমাকে এমন কোন দোষ না করার জন্য শক্তি দিন, শক্তি দিন, শক্তি দিন।

* যার প্রতি দোষ হয়েছে সেই ব্যক্তির নাম।

** যে দোষ হয়েছে তা মনে করবে (তুমি শুদ্ধাত্মা আর যে দোষ করেছে তাকে দিয়ে প্রতিক্রমণ করাবে, চন্দুলাল কে দিয়ে প্রতিক্রমণ করাবে।)

সম্পর্ক সূত্র

দাদা ভগবান পরিবার

অডালজ : ত্রিমন্দির, সীমন্ধর সিটী, আহমেদাবাদ-কলোল হাইওয়ে,
পোস্ট : অডালজ, জিলা : গান্ধীনগর-৩৮২৪২১,
ফোন: (০৭৯)৩৯৮৩০১০০

কোলকাতা	: ৯৮৩০০৮০৮২০	দিল্লী	: ৯৮১০০৯৮৫৬৪
মুম্বাই	: ৯৩২৩৫২৮৯০১	চেন্নাই	: ৯৩৮০১৫৯৯৫৭
জয়পুর	: ৯৩৫১৪০৮২৮৫	হায়দ্রাবাদ	: ৯৯৮৯৮৭৭৭৮৬
বেঙ্গলুরু	: ৯৫৯০৯৭৯০৯৯	ভোপাল	: ৯৪২৫০২৪৪০৫
ইন্দোর	: ৯০৩৯৯৩৬১৭৩	জব্বলপুর	: ৯৪২৫১৬০৪২৮
রায়পুর	: ৯৩২৯৬৪৪৪৩৩	ভিলাই	: ৯৮২৭৪৮১৩৩৬
পাটনা	: ৭৩৫২৭২৩১৩২	অমরাবতী	: ৯৪২২৯১৫০৬৪
পুনে	: ৯৪২২৬৬০৪৯৭	জলন্ধর	: ৯৮১৪০৬৩০৪৩

U. S. A : Dada Bhagwan Vignan Institute :
100, SW Redbud Lane, Topeka, Kansas 66606
Tel. +1 877-505-DADA (3232) ,
Email : info@us.dadabhagwan.org

U.K. : +44 330 111 DADA (3232) **UAE :** +971 557316937
Kenya : +254 722 722 063 **Singapore :** +65 81129229
Australia : +61 421127947 **New Zealand :** + 64 21 0376434

Website : www.dadabhagwan.org